পরমগুরু

শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

32

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমগুরু

শ্রীগৌরকিশোর

অপ্রাকৃত অবধূতপরমহংসকুলচূড়ামণি
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাসগোস্বামিপ্রভুর
প্রেষ্ঠ নিজ-জন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
অনুকম্পিত মহামহোপদেশক

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সঙ্কলিত

অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর
ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশিত—শ্রীউত্থানৈকাদশী,
গৌরাব্দ ৪৫১, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪।
২৮ কার্ত্তিক, ইং ১৪।১১।৩৭

দ্বিতীয় প্রকাশিত—উত্থান-একাদশী
শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-তিথি
গৌরাব্দ ৫১২, বঙ্গাব্দ ১৪ কার্ত্তিক ১৪০৫,
খ্রীষ্টাব্দ ৩১ অক্টোবর ১৯৯৮।

প্রথম মুদ্রণ—কলিকাতা-গৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হইতে মুদ্রিত

দ্বিতীয় মুদ্রণ—রুবী আর্ট প্রেস
স্বরূপগঞ্জ হইতে মুদ্রিত

বিষয়-সূচী

বিষয়		পত্রাঙ্ক
প্রকৃত গুরু ও শিষ্য	...	১-৩
বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়	...	৩ ৭
বঞ্চক বৈষ্ণব	...	৭-৮
স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে	...	৮-১১
"মায়ার ব্রহ্মাণ্ড"	...	১১-১২
শ্রীমায়াপুরে	...	১৩-১৫
আসল ও নকল ভজনানন্দী	...	১৫-১৬
শ্রীধামবাস ও ছলনা	...	১৬-২০
কপটতা ও ভজন	...	২০-২৪
বিষয়ীর অন্ন	...	২৪-২৬
শ্রীমায়াপুরে প্রীতি	...	২৭-২৮
লোক-দেখান' ভাব	...	২৮-২৯
সাধুর মর্ম্মভেদী বাক্য	...	২৯-৩১
গৃহব্রতধর্ম্ম ও আত্মমঙ্গল	...	৩১-৩২
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ ও ফল্গুত্যাগ	...	৩৩-৩৪
'সে-ও ত' পরম সুখ'	...	৩৪-৩৫
বহুরূপিণী মায়া	...	৩৫-৩৮
অন্তর্যামী শ্রীগৌরকিশোর	...	৩৮-৩৯
লোকশিক্ষক	...	৩৯-৪০
অষ্টকাললীলা	...	৪১-৪২
'গৃহেতে গোলোক ভায়'	...	৪২-৪৪
অবৈধ অনুকরণ বা পাষণ্ডতা	...	৪৫-৪৬
পাণ্ডিত্যার্জ্জন-স্পৃহা	...	৪৬-৪৮
ভক্তি ও ভণ্ডামী	...	৪৮-৫০
'আমি ত বৈষ্ণব নহি'	...	৫১-৫২
'অর্থলাভ—এই আশে'	...	৫২-৫৩
গৌর গৌর, না,—টাকা টাকা'	...	৫৪

'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'	...	৫৪-৫৮
অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর প্রায়শ্চিত্ত	...	৫৯-৬৩
অনুকরণাপরাধে যোষিদ্ সঙ্গে রতি	...	৬৩
শ্রীল গৌরকিশোর ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র	...	৬৩-৬৫
'গোপনেতে অত্যাচার'	...	৬৫
আচার্য্যচরণে অপরাধের ফল	...	৬৬-৬৭
'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ'	...	৬৭-৬৯
মহাভাগবতের আসক্তি	...	৬৯-৭১
সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে নিষ্ঠা	...	৭১-৭২
কৃত্রিম বৈরাগ্যের দম্ভ	...	৭৩-৭৪
কপটতাযুক্ত কৃপাযাচ্ঞা	...	৭৪-৭৬
শ্রীনামভজনেই ঐকান্তিকতা	...	৭৬
প্রেম ও কাম	...	৭৭-৭৯
প্রকৃত মাধুকরী বৃত্তি কি ?	...	৭৯-৮২
বিবাহিতের কর্ত্তব্য	...	৮২-৮৩
রিটার্ণ টিকেট	...	৮৩-৮৪
বাহ্য পবিত্রতা ও বিষয়-বাসনা	...	৮৪-৮৫
গৌর জন্মস্থান	...	৮৬-৮৭
নিষ্কিঞ্চনের মহোৎসব	...	৮৭-৮৮
বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে ?	...	৮৮-৯২
মহাভাগবতের অনুকরণ	...	৯২-৯৪
অন্যাভিলাষ	...	৯৪-৯৬
ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে গৌরকিশোর	...	৯৬-৯৭
বৈষ্ণবের বঞ্চনা-লীলা	...	৯৭-৯৯
শ্রীগৌরকিশোরের আশীর্ব্বাদ	...	৯৯-১০১
নিত্যলীলায় প্রবেশ	...	১০২-১০৫
পরমগুর্ব্বষ্টকম্	...	১০৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপোদ্ঘাত

পরমগুরুদেব অবধূতপরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীস্বরূপরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলগৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতগাথা ও যাবতীয় অন্যাভিলাষ-নিরসনী, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্যময়ী শিক্ষামালা আমরা কখনও কখনও পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে কিছু শ্রবণ করিবার দুর্ল্লভতম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুকে স্মরণ হয়। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ প্রভুর বৈরাগ্যকে 'পাষাণের রেখা' বলিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোরের বৈরাগ্য negative অর্থাৎ 'ঋণাত্মক' ব্যাপার নহে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক positive অর্থাৎ 'ধনাত্মক' নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। জলে রেখাপাত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পাষাণে রেখাপাত চিরস্থায়ী। তাঁহাদের বৈরাগ্যের

অপর নাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ভ। যে বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞান, যে বৈরাগ্য সাযুজ্যাদি মুক্তির প্রতি ঘৃণা ভয় ও বিরাগ এবং সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তিচতুষ্টয়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে, সেইরূপ কেবল-কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাময়ী বা কৃষ্ণবিলাস-সহায়া বৈরাগ্য-বিদ্যাই শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল গৌরকিশোরে নিত্যসিদ্ধ-ভাবে বিরাজিত।

লক্ষ্মীগণ বৈরাগ্যবতী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা—মহা-বৈরাগ্যবতী। কৃষ্ণময়ীর সেই বৈরাগ্যের বিচার—অনুক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-পর। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোর সাধক জীব নহেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মুক্ত-কুল। সাধক জীবের পক্ষে "কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ-বৃত্তিটিই 'বৈরাগ্য' বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্তকুলের সর্ব্বোত্তম সহজ-কৃষ্ণসেবা-পরায়ণত্বই তাঁহাদের বৈরাগ্য। শ্রীল রঘু-নাথের 'স্বনিয়মদশক'-পালনই তাঁহার অসমোর্দ্ধ বৈরাগ্য। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "ব্রজবিলাস-স্তবে" তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ-বৈরাগ্যের বিচার প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীরূপের নিজ-জনগণের বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ আশ্রয়বিগ্রহের পক্ষাশ্রিত। যে-স্থলে আশ্রয়বিগ্রহের একান্ত সেবানুগত্য নাই, সে-স্থলে সখীত্বকামনায়, এমন কি, বিষয়-বিগ্রহের প্রতিও তাঁহাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যই অমল, একায়ন পারমহংস্য-ধর্ম। এই জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যকেই শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু "বৈরাগ্যযুক্ ভক্তিরস" বলিয়াছেন। ইহারই অপর নাম—বিপ্রলম্ভ-প্রেম। এই "বৈরাগ্য" ব্যাপারটি—শুদ্ধভক্তিযুক্ত চিদ্‌বিলাস-সাহিত্য। ইহা মায়াবাদীর অচিদ্‌বিলাসরাহিত্য বা চিদ্‌বিলাস-রাহিত্য নহে। অচিদ্‌বিলাস-রাহিত্য বা চিদ্‌বিলাসরাহিত্যটি নির্ব্বিশেষমূলক, negative বা ঋণাত্মক ব্যাপার ; আর চিদ্‌বিলাস-সাহিত্য positive বা পরমধনাত্মক নিত্যপরিবর্দ্ধনশীল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-মহোৎসব।

ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে যে বৈরাগ্য-শব্দটির প্রয়োগ, তাহা মায়াসংস্পর্শ-রাহিত্য। মায়াধীশ ভগবদ্বস্তু সর্ব্বদা স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত বা মায়ার সংস্পর্শ-পরিমুক্ত। মায়াধীশকে একমাত্র ভোক্তা বিষয়ী জানিয়া তাঁহার সেবকগণের উচ্ছিষ্ট-সেবকাভিমানী হইতে পারিলেই জীব দুরত্যয়া মায়াকে জয় করিতে পারেন—

"উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।"

কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিজ-সুখবাঞ্ছামূলে ভোগের বা ত্যাগের বাঞ্ছাই মায়া। অনেকে বলেন—নির্জ্জন-ভজনকালে ত্যাগ বা বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে করিতে সাধ্য-ভক্তি-লাভ হয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম চেষ্টা-দ্বারা কখনও ভক্তি-লাভ হয় না,

পরন্তু ভুক্তি বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ; কারণ, ত্যাগের পর ভোগ, ভোগের পর ত্যাগ, কৃত্রিম শান্তির পর অশান্তি, আবার অশান্তির পর শান্তি—এইরূপে নাগোরদোলায় আরোহণ-ফলে জীব চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডেই ভ্রমণ করিতে থাকে,—কখনও বা বিরজায় ডুবিয়া আত্মহত্যা, কখনও নির্ব্বিশেষ-বিচারে ধাবিত হইয়া গো-বিপ্র-বিষ্ণু-দ্রোহিগণের প্রাপ্য অন্বরগতি লাভ করে। মুমুক্ষা-মূলক ত্যাগ বা বৈরাগ্য কখনও শুদ্ধভক্তিলাভের 'উপায়' বা 'কারণ' হয় না।

অন্ধকারকে কৃত্রিম উপায়ে বিনাশ করিয়া আলোকের রাজ্যে যাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল হইতে যদি আলোক অবতরণ করে, তবেই অন্ধকার বিদূরিত হয়। অতত্ত্বজ্ঞগণের নিকট বস্তুর স্থূলত্যাগকে 'বৈরাগ্য' বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শুদ্ধভক্তির সহজ—অনুগ—আশ্রিত—পাল্য—লাল্য বৈরাগ্যটি অর্থাৎ বৈষ্ণব-মহাজনগণের 'বৈরাগ্য' বা 'বিপ্রলম্ভ' তাদৃশ ফল্গু-জাতীয় নহে। কৃষ্ণবিলাস-লালসার পরাকাষ্ঠার নাম 'বৈরাগ্য।' শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাচিদ্বিলাষী মহাজনগণের বৈরাগ্যে পার্থক্য নাই ; কারণ উভয়-শ্রেণীর মহাজনই আশ্রয়-বিগ্রহ-

সমন্বিত বিষয়-বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবা-বিলাসে বিলাসী। তাঁহারা সকলেই সম্ভোগকে কৃষ্ণের একচেটিয়া ব্যাপার জানিয়া বিপ্রলম্ভ-পরাকাষ্ঠায় বিভাবিত। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু ও শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপ্রভুর কৃষ্ণেতর বিষয় বৈরাগ্য, উভয়ই তুল্য—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায়কে বলিয়াছেন,—

"তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥

(চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ১ম পঃ, ২০১)

এই বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণরূপ বৈরাগ্য—সাধন ও সাধ্য, উভয়ই; এই বিচার শুদ্ধবৈষ্ণবের। আর প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার—কৃষ্ণ(?)-সম্ভোগই—সাধন ও সাধ্য। জড়-ভোগ-মাত্র-ত্যাগীর 'বৈরাগ্য' ফল্গু অনিত্য সাধন-মাত্র; উহা নিজকামনা-পূর্ত্তিমূলক, অতএব হেয় কৈতবমাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলাটি বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়া দেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভৃতি শ্রীগৌর-বাসুদেবের শক্তিগণ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি মধুর রসের কলত্র পর্য্যায়ের শক্তিগণ,—সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের সহায়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছাপর নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য ভক্তিচক্ষু থাকিলেই দর্শন করিবার

সৌভাগ্য হয়। **নামদৃগ্‌গণই** তাঁহাদের বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভ-শ্রী **দর্শন** করিতে পারেন। এইজন্য একমাত্র গোকুল-মহোৎসব শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণের কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল সরস্বতী—প্রভুত্রয় জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শুদ্ধনামাশ্রয় আবার এই তিন প্রভুর কৃপায় জীবের বহু ভাগ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর এই প্রভুত্রয়ের অশোক-অভয়-শ্রীপাদপদ্মের নিত্য-সংলগ্ন-ধূলিত্ব-কামনাই মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ লাভ।

গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ও তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ ও তথ্যাদির অনুসরণে এই প্রভুত্রয়ের অতিমর্ত্ত্য চরিত-গাথা-প্রকাশে যত্ন করিয়াছেন। প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রকট-তিথিতে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য সংক্ষিপ্ত চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। এবার শ্রীল গৌরকিশোর-প্রভুর অপ্রকটের দ্বাবিংশতিবর্ষপূর্ত্তি-বিরহ-তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য-চরিতাখ্যানও সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থরূপে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। গত বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ এই সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক-গিরিতে শ্রীল রূপ-রঘুনাথের আনুগত্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার পর শ্রীগৌরকিশোর-প্রভুর বিরহতিথিপূজা-কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ

শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীরাধা-সরসী—গোবর্দ্ধনের সহিত আলিঙ্গিতা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা। শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটক-পর্ব্বতে শ্রীগুরু-গোবর্দ্ধন-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া হরিকথা-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল রঘুনাথের মনঃশিক্ষার যে শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা সেই উচ্ছিষ্টের নিত্য-ভোজী বিঘসাশী। অতএব আমরাও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে বলিতেছি—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচেধৃতপদঃ॥

হে ভ্রাতঃ মন! তোমার দুইটি পায়ে পড়িয়া আমি বিশেষ কাকুতি-মিনতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি তুমি সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবে, গোষ্ঠে বা ব্রজে, ব্রজ-বাসী গুরু-গোষ্ঠীতে, শুদ্ধ-বৈষ্ণবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে, মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারী মন্ত্রে, শ্রীনামে ও সর্ব্বশরণ শ্রীরাধাগোবিন্দে অপূর্ব্ব ও গাঢ়তর রতিবিশিষ্ট হও।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-বাসর,
১৫ই দামোদর, ৪৫১ গৌরাব্দ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
কলিকাতা

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবিন্দু-প্রার্থী
শ্রীঅনন্তবাসুদেব-দাস
বিদ্যাভূষণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন ঃ—

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট দীক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শিক্ষাগুরুদেব বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে আমাদের পরম-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল কথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই সকল উপদেশ ও শিক্ষা ঠিক ঐতিহাসিক কালের ক্রম-পারম্পর্য্যে গুম্ফিত হয় নাই।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিত্র বা শিক্ষা আম্নায়-ধারার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলেই তাহার যথার্থ্য সংরক্ষিত হইতে পারে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র ও শিক্ষা—যাহা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখপদ্মবিগলিত শ্রৌতপ্রবাহের মধ্যে আমরা পাইয়াছি—তাহাই আমাদের প্রকৃত মঙ্গলদায়ক। নতুবা ঐ সকল মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষা আলোচনার বাহ্য অভিনয় করিয়াও নানা-প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ এবং গুরুবর্গ ও মহাজনের শ্রীচরণে অপরাধ উপস্থিত হয়।

এই গ্রন্থে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে কএকটি প্রসঙ্গ ভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত হইলেও উহা শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সিদ্ধান্ত-সুরধুনীতে পরিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ, ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শ্রৌতসিদ্ধান্তে নিত্যসিদ্ধ পরিনিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভু এই গ্রন্থের একটি উপোদ্‌ঘাত কৃপা পূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা সেই সিদ্ধান্ত-সুরধুনী-বারি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি লাভ করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের আরতি করিতে শিখিলে হয় ত' জন্মজন্মান্তরের পরেও আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিব, এই আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে দিন গোদ্রুমের স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুকে প্রথম দর্শন করেন, সেই দিন শ্রীল গৌরকিশোর—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪০)

—এই ভাগবতীয় শ্লোকের আদর্শ-মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অপূর্ব্ব-ভাবাবেশে নিজেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া যে বিপ্রলম্ভময়ী মহাজন-গীতিটি গান করিয়াছিলেন, সেই গীতিটি শ্রীল প্রভু-পাদ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহা শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজ-জন শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তাঙ্কিত সেই গীতিটি শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরকিশোর-গ্রন্থে প্রকাশের জন্য কৃপা পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন।

পণ্ডিতবর মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় ও কতিপয় সতীর্থ ভ্রাতা কৃপাপূর্ব্বক প্রুফ-সংশোধনাদি সেবাকার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত এই গ্রন্থ লিখিত ও মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থকলেবরে হয় ত' নানাপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিবে। অদোষদর্শী সুধী পাঠকগণ কৃপা-পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের অকপট আশীর্ব্বাদ সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীউত্থান-একাদশী,
শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-তিথি
গৌরাব্দ ৪৫১, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

অপ্রাকৃত অবধূত-কুল শিরোমণি পরমগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত ও শুদ্ধ ভক্তির শিক্ষা এবং উপদেশ সম্বন্ধে গৌড়ীয় মিশনের পূর্ব্বা পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ৬১ বছর পূর্ব্বে এই পরম গুরু গৌরকিশোর গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় মিশনের গ্রন্থাগারে বহু-কাল নিঃশেষিত হওয়ায় ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে, ও গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের শুভেচ্ছায় পুনঃ প্রকাশিত হইল।

পরমার্থ পিপাসু ভক্তি সাধকগণের নিত্য প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ করিতে পারায় মিশন কর্তৃপক্ষ পরম আনন্দিত। সহৃদ পাঠকগণের নিকট নিবেদন, এই গ্রন্থ অতি দ্রুত মুদ্রণ জনিত ভুল ত্রুটি মার্জনা করিতে প্রার্থনা।

উত্থান-একাদশী
শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-তিথি
গৌরাব্দ ৫১২, বঙ্গাব্দ ১৪ কার্ত্তিক
১৪০৫, খৃষ্টাব্দ ৩১ অক্টোবর ১৯৯৮,

সেবা সচিব
গৌড়ীয় মিশন

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী [illegible] রচিত গীত বলিয়া প্রচলিত ।

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে ।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে ।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে ॥
রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনি রাধে রাধে ।
রাধে কানু মনো মোহিনি রাধে রাধে ॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে ।
রাধে বৃষভানু নন্দিনি রাধে রাধে ॥
(গোস্বামী) নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে ।
(গোস্বামী) একবার ডাকে কেশীঘাটে আবার ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে।
(গোস্বামী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে ॥
(গোস্বামী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে ।
(গোস্বামী) একবার ডাকে কুসুমবনে আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে ॥
(গোস্বামী) একবার ডাকে তালবনে আবার ডাকে তমালবনে রাধে রাধে ।
(গোস্বামী) মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে ॥
(গোস্বামী) মুখে রাধা রাধা বলে ভেসে নয়নের জলে রাধে রাধে ।
(গোস্বামী) বৃন্দাবনে কুলিকুলি কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি রাধে রাধে ।
(গোস্বামী) ছাপান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, জানে না রাধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে ।
তারপর চারিদণ্ড শুতি থাকে স্বপনে রাধাগোবিন্দ দেখে রাধে রাধে ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুর

অপ্রাকৃত অবদূত-কুল শিরমণি-শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু
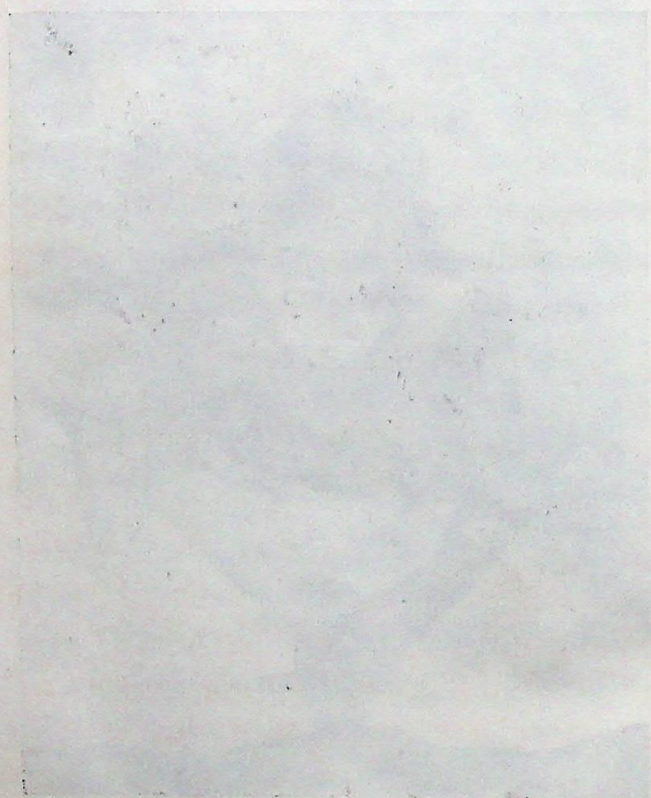
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমগুরু

শ্রীগৌরকিশোর

প্রকৃত গুরু ও শিষ্য

নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণব-জগতের সম্রাট্ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর অতিমর্ত্ত্য অননুকরণীয় অনবদ্য চিন্ময় চরিত-কথা আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীগৌরকিশোর-প্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী ও সাহিত্য হইতে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১৯শ খণ্ডের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে 'আমার প্রভুর কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত-প্রসঙ্গ' আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ আধ্যক্ষিক

সাহিত্যিক বা লেখক যেরূপভাবে মহাপুরুষ বা নিজগুরু ও আচার্য্যের চরিত ব্যক্ত করেন, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বর্ণন-প্রণালী তাহা হইতে একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিয়া শ্রীগুরু ও অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের চরিতের সম্মুখে অভিগমনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা কিরূপ সম্ভোগ-মদ-দৃপ্ত ও আধ্যক্ষিকতাগর্ভ চিত্তবৃত্তি লইয়া গুরু ও মহাপুরুষের নিকট গমন করিবার অভিনয় করিয়া থাকি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্যই আমাদের আচার্য্যবর নিজগুরুদেবের কথার অবতারণ-প্রসঙ্গে আত্মদৈন্য ভরে বলিয়াছেন,—

"আমার অভাব-পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ব অনেক বিষয় হস্তগত করিতে আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্ল্লভ বিষয় লাভ করিলাম; কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎচরিত্র ব্যক্তি পাইলাম; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে

নিজমঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন-সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময়-শুভাকাঙ্ক্ষিরূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন।** প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস পাইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম, কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ-বৈষ্ণব ইহ জগতে থাকিতে পারেন।"

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টেপাখোলা-নামক স্থানের নিকট পদ্মানদীর তীরে 'বাগ্‌যান' নামক গ্রামে ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে কোন বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল—'বংশীদাস'। ইনি মাতাপিতার চেষ্টায় বাল্যকালেই দার পরিগ্রহ করিয়া উনত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গৃহে বাস করেন। ইনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে শস্যের দালালী ব্যবসায় করিতেন। পত্নী-বিয়োগের

পর ঐ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেষ-শিষ্য শ্রীমদ্ভাগবতদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে কৌপীন গ্রহণ করেন। বেষ-গ্রহণের পর প্রায় ত্রিশবৎসর কাল শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজন করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তরভারতের ও গৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীস্বরূপ-দাস বাবাজীর সহিত, কালনায় শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজীর সহিত ও কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডলের মহাপুরুষ ও 'ভজনানন্দী' নামে পরিচিত তদানীন্তন সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিতই তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও তিনি কাহারও কোনপ্রকার প্রচ্ছন্ন বিষয়-চেষ্টাকে বিন্দুমাত্র অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং অন্তরে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ ও ঐসকলসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া একাকী শুদ্ধভজনে নিবিষ্ট ছিলেন।

যে বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে প্রকাশিত হন, সেই বৎসর অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীল গৌরকিশোর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে ব্রজমণ্ডল হইতে গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদ্‌বধি অপ্রকট কাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীতে

অভিন্ন ব্রজমণ্ডল বিচারে বাস করেন। তিনি ধামবাসি-দর্শনে গৃহস্থের গৃহ হইতে শুষ্ক দ্রব্যসমূহ ভিক্ষা করিয়া স্বহস্তে ভগবানের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেন, কখনও পথ হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা রন্ধন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গ্রহণাদি উপলক্ষে যে-সকল ব্যবহৃত মৃদ্ভাণ্ড লোকে রাস্তায় ফেলিয়া দিত, তিনি সেইসকল গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তাহাতে পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য গঙ্গাতীরে আনীত শবের বস্ত্রাদি যাহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তদ্দ্বারা আচ্ছাদনের কার্য্য সাধন করিতেন অর্থাৎ সর্ব্বতো-ভাবে পরাপেক্ষা-রহিত হইয়া অপরের পরিত্যক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা তিনি স্বীয় ব্যবহারিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিতেন। 'নিরপেক্ষ' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য পূর্ণমাত্রায় তাঁহার আচরণে পরিদৃষ্ট হইত বলিয়া ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ অনেক সময়ই শ্রীল গৌরকিশোরের অসামান্য বৈরাগ্য, শুদ্ধভক্তি ও ভগবদনুরাগের কথা আলোচনা করিতেন। ইনি মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমের স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জে আসিতেন, ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও ভক্তি-সিদ্ধান্তের আলোচনায় অসামান্য উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন।

তাঁহার গলদেশে তুলসী মালিকা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীর মালা এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি বঙ্গভাষায় লিখিত কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ছিল। আবার কোন কোন সময় তাঁহার গলদেশে কোন মালা নাই, হস্তে সংখ্যা করিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্রগ্রন্থির মালা, উন্মুক্ত কৌপীন, দিগম্বর, হেতুরহিত বিতৃষ্ণা ও কর্কশ বাক্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য তাঁহাতে দেখা যাইত। অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্যে বাহ্য অধিকার না থাকিলেও শাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত তাঁহার হৃদয়ে ও বাস্তব আচরণে দেদীপ্যমান ছিল। কেহ কোন দিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার অবকাশ পান নাই। তিনি কাহারও কোনও প্রকার সেবা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার অকৃত্রিম অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্যের আদর্শ দর্শন করিলে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কথা স্মরণ হইত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য তাঁহাকে আশ্রয়রূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল।

তাঁহার পাদপদ্মের পশ্চাতে 'সর্ব্বজ্ঞতা' প্রভৃতি বিভূতি অনুক্ষণ সেবা করিবার জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিত। তিনি সকল কপট ব্যক্তির হৃদয়ের কথা বলিয়া দিতে পারিতেন। বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও কোথায় কোন্ সময়

কোন্ কপট ব্যক্তি হরিসেবা ও হরিকার্য্যের নামে ভোগ-কার্য্যে রত আছে, তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্তর্যামি-সূত্রে জানাইয়া দিয়া সকলকেই কপটতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ দিতেন। কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পরম মহত্ত্ব নহে। তিনি জগতে কৃষ্ণভজনের যে সর্ব্বোত্তম আদর্শ ও কৃষ্ণপ্রেমার যে বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিত্য শোভা বিস্তার করিয়াছে।

বঞ্চক বৈষ্ণব

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর, সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। এইটিই কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। **শত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইতেন সত্য; কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা-কারক।** অসংখ্য লোক সাধুর বেষ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না,

নির্ব্ব্যলীকতাই (অকপটতাই) যে সত্য, তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ—অতুলনীয়, যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধি-ব্যক্তির প্রতি কোনপ্রকার বিতৃষ্ণা ছিল না, কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য-অনুগ্রহ-প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন, "আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।' আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত-লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই, আবার তাহাদিগকে কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"

স্বানন্দসুখদকুঞ্জে

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে যখন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর গোদ্রুমের নবনির্ম্মিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখন শ্রীল গৌরকিশোরকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করেন। সেইদিন স্বরূপরূপানুগবর পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর প্রভু

শ্রীবার্ষভানবীদেবীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া কাতরকণ্ঠে গান করিতে করিতে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত লইলেন। অপ্রাকৃত অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীগৌরকিশোরের শিরোদেশে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের টুপী ও ঝুলির মধ্যে তাঁহার ভাব-সেবার নানাপ্রকার সামগ্রী ও উপকরণ ছিল। তিনি পরে তাঁহার ৩।৪ গাছা শ্রীহরিনামের মালিকা, নামের ছাপ, ঐ টুপী ও অন্যান্য অর্চ্চনের উপকরণগুলি সমস্তই শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ টুপীটি ও ঝুলিটি কালনার শ্রীল ভগবান্‌দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে দিয়েছিলেন। ইং ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট গোদ্রুমে সানন্দ-সুখদকুঞ্জে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

মহাভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিতেন, অপরাহ্ণ ৩টার সময় আসিয়া ৫টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া চলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্বানন্দসুখদকুঞ্জের কোণের একটি টিনের ঘরে রাত্রি যাপন করিতেন। সময় সময় স্বানন্দসুখদকুঞ্জের পার্শ্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া-বাসী শ্রীক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও

শ্রীবিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন মহাশয়গণের প্রদ্যুম্নকুঞ্জের কুটীরে নানাস্থান হইতে কাষ্ঠ ও পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। প্রদ্যুম্নকুঞ্জের সমস্ত বারান্দাটি ঐরূপ সংগৃহীত কাষ্ঠস্তূপে ও মৃদ্ভাণ্ডে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় স্বধামগত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিতেন। শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু কোন কোন দিন স্বানন্দসুখদকুঞ্জ হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন; আবার কোন কোন দিন কেহ প্রসাদ দিতে গেলে তাহা গ্রহণ না করিয়া উপবাস করিতেন, কিংবা নিজহস্তে পাক করিতেন। সেই সময় তিনি শিরোরোগে আক্রান্ত হইবার অভিনয় করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও গৌরকিশোর তীব্র বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল পথ্য-গ্রহণে মনোযোগ দিলেন না; বরং ক্রমশঃ শিরোরোগে আক্রান্ত হইবার লীলা এত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিল। বাঙ্গালা ১৩১১ সাল হইতে তিনি তাঁহার বাহ্যদৃষ্টিশক্তিকে একেবারেই সংগোপন করিলেন। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিলেন।

আমলাজোড়া-বাসী সরকার-মহাশয়গণের নিকট হইতে দক্ষিণ-কলিকাতা-নিবাসী পরলোকগত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রদ্যুম্নকুঞ্জের স্থান গ্রহণ করিলে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু স্বানন্দসুখদকুঞ্জের কোণস্থ কুটীরেই থাকিতেন এবং তন্নিকটবর্ত্তিস্থানের প্রাঙ্গণে বসিয়া হরিনাম করিতেন। কখনও কখনও বহির্ব্বাস-কৌপীন-প্রভৃতি তাঁহার চিন্ময় কলেবরে সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, সেই অনুভূতি-পর্য্যন্তও তাঁহার থাকিত না। কোন কোন দিন সরস্বতী নদীতে স্নান করিতে গিয়া উন্মুক্ত-বসন হইয়া স্বীয় ভজনকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে ব্রজগোপীগণকে আহ্বান করিতে থাকিতেন।

"মায়ার ব্রহ্মাণ্ড"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যখন দৃষ্টিশক্তি-হীনতার অভিনয় করিতেছিলেন, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-ঠাকুর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কলিকাতায় গমন করিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদঠাকুরও অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর বলিলেন—"আমি কিছুতেই 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' কলিকাতায় যাইব না।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরকিশোরকে বলিলেন যে, তাঁহার সেবক সরস্বতী কলিকাতায় থাকিবেন;

তিনিই তাঁহার সেবা করিতে পারিবেন, সুতরাং তাঁহার কোনই অসুবিধা হইবে না। এই কথা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর বলিলেন—'আমি প্রভুর সেবা লইব না, আমি জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। গঙ্গায় ডুবিয়া মরিলে হয়ত ভূত হইতে হইবে, এজন্য আমি সরস্বতীতে ডুবিয়া মরিব।' ইহা বলিতে বলিতে শ্রীগৌরকিশোর স্বানন্দসুখদকুঞ্জের সম্মুখে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর দিকে বেগে ধাবিত হইলেন। সরস্বতীঠাকুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অনেক অনুনয়বিনয় করিলেন। ইহার পর পঁয়তাল্লিশ দিন পর্য্যন্ত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। পঁয়তাল্লিশ দিনের পর তিনি হঠাৎ একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—'আত্মহত্যার দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, তবে কেহ আমার সেবা করিবে, ইহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।' গৌরকিশোরকে শতচেষ্টা করিয়াও ঔষধ সেবন করান' যাইত না। তিনি নিরম্বুএকাদশী-ব্রত পালন করিতেন। একাদশী ব্যতীত অন্যসময় কখনও বা গঙ্গামৃত্তিকা; কখনও বা গঙ্গাজলে ভিজাইয়া শুষ্কতণ্ডুল ও লঙ্কা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য কৃত্রিম বৈরাগ্য নহে. তাহা কৃষ্ণের সুখোৎপাদক।

* * *

শ্রীমায়াপুরে

বঙ্গাব্দ ১৩১০-১৩১১ সালে যখন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় কাঁঠাল তলায় (যেখানে অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছেন ও বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে) শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অনেকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় আদর্শ গুরু ও শিষ্যের ভজন-রহস্য ও লোক-শিক্ষাময় আচরণ শুদ্ধবৈষ্ণব-জগতের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই সময় শ্রীগৌরকিশোর প্রভু যদিও সম্পূর্ণভাবে বাহ্যদৃষ্টিশক্তি সংগোপন করিয়াছিলেন, তথাপি একদিন অন্ধকার রাত্রিতে প্রায় দুই ঘটিকার সময় কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে তিনি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অকস্মাৎ নিজ-প্রভুকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি কোন্ সময় এখানে পদার্পণ করিয়াছেন?' শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—'আমি গতরাত্রি প্রায় দুইঘটিকার সময় এখানে আসিয়াছি।' শ্রীল সরস্বতীঠাকুর যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনাকে কে এখানে লইয়া আসিলেন, আর

অত রাত্রেই বা পথে পথপ্রদর্শক কোথায় পাইলেন?' শ্রীগৌরকিশোর বলিলেন 'একজন পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।' শ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন 'আমরা বাহ্যচক্ষুতে ত' আপনাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন দেখি, এতদূর হইতে এখানে হাতে ধরিয়া কেহ লইয়া না আসিলে আপনি কি করিয়া আসিতে পারেন? তাহা হইলে কি স্বয়ং কৃষ্ণই আপনাকে হাত ধরিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন?' এই কথা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর কেবলমাত্র ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিলেন। অন্তরঙ্গ নিজ-জন অন্তরের সন্দেশ পাইলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন কুলিয়া হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর পর্য্যন্ত কোনই পথ-ঘাট ছিল না। শ্রীল সরস্বতী-ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতরাত্রে আপনাকে নদী পারই বা করিয়া দিলেন কে?' তদুত্তরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু পূর্ব্বের ন্যায়ই উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন.—'একজন আমাকে নদী পার করিয়া দিলেন।' শিষ্য বুঝিতে পারিলেন 'এই একজন সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন।

* * *

শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এতবার বৈশাখমাসে পূর্ণ একমাসকাল শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। শ্রীগৌর কিশোরপ্রভু ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ভক্তিনিধি মহাশয় শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের শ্রোতা হইলেন।

* * *

আসল ও নকল ভজনানন্দী

কুলিয়ায় ধর্ম্মশালায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের অবস্থান-কালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তথায় তাঁহার দর্শন লাভের জন্য গমন করিয়া নিজ-প্রভুকে তাঁহার ব্রজবাসের ও ব্রজের ভজনানন্দী ব্যক্তিগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। লোকের নিকট ভজনানন্দী ও সিদ্ধমহাত্মা বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত যাঁহার কথাই সরস্বতী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীল গৌরকিশোর কেবল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'সব নকল'। কুসুম-সরোবরে—'বাবাজী নামে এক ব্যক্তি 'ভজনানন্দী' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার দুই একজন শিষ্যও বর্ত্তমানে সিদ্ধ বা সিদ্ধপ্রায় বলিয়া লোকচক্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কিন্তু ঐ ব্যক্তির বিন্দুমাত্রও অকপট ভজন আছে বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কিছুদিন পরে কুসুম-সরোবরের সেই সিদ্ধনামধারী ব্যক্তিকে গলিত-কুষ্ঠরোগে অতি যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিতে দেখা গিয়েছে। শ্রীধামে

ভোগবুদ্ধির সহিত বাস, আবার শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-বলে অধিকতর ভোগপ্রবৃত্তিকে শ্রীল গৌরকিশোর-প্রভু সর্ব্বতো-ভাবে নিন্দা করিতেন।

শ্রীধাম-বাস ও ছলনা

এক সময় জনৈক ডাক্তার হরিভজনের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট নবদ্বীপে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া ডাক্তারী করিবেন, লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া ঔষধাদি ক্রয় করিবেন এবং বিনামূল্যে রোগীর চিকিৎসা করিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহার পরোপকার ও নিজের হরিভজন, উভয়ই হইবে ; সুতরাং ইহা সমর্থন করিবার জন্য তিনি শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর নিকট গৌরপার্ষদ শ্রীমুরারিগুপ্তের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

(শ্রীমুরারিগুপ্ত) প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কা'র ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্বভরণ।
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ—দুই তা'র ক্ষয়।

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৫০,৫১)
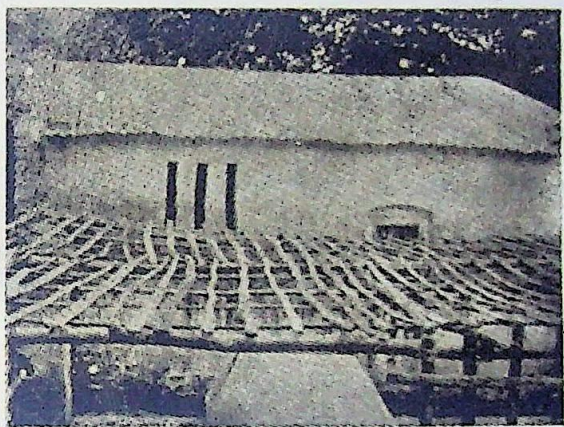
গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে-শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভজন কুটীর।
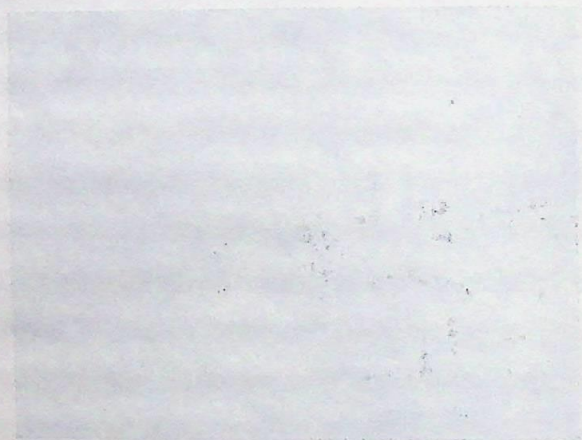
শ্রীধাম-বাস ও ছলনা

শ্রীল গৌরকিশোর উক্ত ডাক্তারের নবদ্বীপ-বাস ও হরিভজনের জন্য ব্যাকুলতার অভিনয়ের মধ্যে যে কপটতা আছে, তাহা জানাইয়া দিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর বলিলেন,—"মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভূর নিত্যপার্ষদ ও নিত্য নবদ্বীপবাসী। নবদ্বীপ-বাসের ছলনা করিয়া তিনি প্রভুর ধামকে ভোগ করিবার কোনও আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি নবদ্বীপে কোন ভজন-মন্দির বা ঠাকুর মন্দিরের ব্যবসায় পাতিয়া কুটুম্বভরণ, নিজ উদরভরণ বা হরিভজনের ছলনার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রতিগ্রহ করেন নাই বা কাহারও ধন গ্রহণ করেন নাই। তিনি সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত গৌরপ্রেমের ভাণ্ডার, তাঁহার কৃপায় গৌরপ্রেম লাভ হয়, তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে চিকিৎসা করেন, তাঁহার সকল প্রকার রোগ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভুতে অকপট প্রীতি লাভ হয়, তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ না করিয়া, তাঁহার আদর্শকে বিকৃত করিয়া অনুকরণ ও তদ্দ্বারা ভজনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করিলে অনন্তকাল ভবরোগে দুঃখ পাইতে হইবে। আপনি ভবরোগের রোগী, কি করিয়া অপরের রোগ সারাইবেন? আগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অকপটে মুরারিগুপ্তের নিকট কৃপা প্রার্থনা করুন, তারপর প্রকৃত পরোপকার কি তাহা

বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র হরিনাম করিবার অকপট বুদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলিয়াছেন। আপনি ঐপ্রকার কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করুন। হরিভজন করিতে করিতে কাহারও যদি ঐপ্রকার অন্যাভিলাষ আসে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হয় এবং সে ব্যক্তি হরিনামের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। বিনামূল্যে রোগীর চিকিৎসা করিবার জড়-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ ও চিন্ময় নবদ্বীপে বাস,—এই দুইটি একসঙ্গে হয় না। **কর্ম্মী কখনও চিন্ময় নবদ্বীপে বাস করিতে পারে না।"**

তখন উক্ত ডাক্তারবাবু বাবাজী-মহারাজকে (শ্রীগৌর-কিশোর প্রভুকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে আমার কি কর্ত্তব্য ?' বাবাজী-মহারাজ বলিলেন,—"আপনি যদি সত্য সত্যই নবদ্বীপে বাস করিতে চাহেন, তবে ঐ সকল সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করুন। আপনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া **বিষয়ী লোকের বিষয়-চেষ্টার আনুকূল্য** করিবার যে বিচার করিয়াছেন, সেই কুবিচার পরিত্যাগ করুন। **যাঁহারা বাস্তবিক হরিভজন করেন, একমাত্র তাঁহাদের হরিভজনের আনুকূল্য-ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম্ম, সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ** হইয়া থাকে। আপনি যেরূপ ধামবাস

করিতে চাহিয়াছেন, সেরূপ বাস অপেক্ষা আপনার দেশে গিয়া হরিনাম করিলে আপনি বাঁচিতে পারিবেন। যদি বাঁচিতে চাহেন, তবে তাহাই করুন। কপটতার সহিত ধামবাসের ছলনা করিবেন না।"

* * *

এক সময় একজন নবীন কৌপীনধারী গৌরকিশোর প্রভুর নিকট কএকদিন যাতায়াত করিবার পর কুলিয়া-নবদ্বীপের কোন ভূম্যধিকারিণী রাণীর এষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পাঁচকাঠা জমি সংগ্রহ করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলেন,—"শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত; এখানে প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কিরূপে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহা হইতে তাঁহারা উক্ত কৌপীনধারীকে পাঁচকাঠা জমি দিতে সমর্থ হইলেন? বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। অতএব কোন্ জমিদার এত মূল্য কোথায় পাইবেন যে, তিনি নবদ্বীপের ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবেন? আর উক্ত কৌপীনধারীরই বা কত ভজনবল আছে যে, তিনি তাঁহার ভজনমুদ্রার বিনিময়ে নবদ্বীপের এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? নবদ্বীপধামে ঐরূপ প্রাকৃত বুদ্ধি থাকিলে ধামবাস হওয়া

দূরে থাকুক, অপরাধই হইবে। অপ্রাকৃত তত্ত্ব নবদ্বীপে যে প্রাকৃত জ্ঞান করে, তাহাকে ত' প্রকৃত বৈষ্ণবগণ 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।"

*　　*　　*　　*

কপটতা ও ভজন

একদিন জমিদার, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও বিশেষ ভক্ত বলিয়া পরিচিত পশ্চিমবঙ্গদেশবাসী একব্যক্তি তাঁহার এক বন্ধুর সহিত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। ঐ জমিদার ভক্তটি সর্ব্বদাই ভাবে এরূপ আবিষ্ট থাকিবার অভিনয় করিতেন যে, একজন তাঁহাকে না ধরিলে তিনি কিছুতেই চলিতে পারিতেন না। উক্ত জমিদার ভক্তটি তাঁহার বন্ধুর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া কম্পিত-কলেবরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় বাবাজী-মহারাজের নিকট যেসকল লোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দু'একজন ব্যক্তি ঐ জমিদার ভক্তটিকে চিনিতেন এবং তাঁহারা ঐ জমিদারটিকে পরমভক্ত বলিযাই জানিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত উক্ত জমিদারকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার স্থান প্রদান করিলেন। বাবাজী মহারাজ লোকলোচনের নিকট সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীনের অভিনয় করিতেছেন, তিনি তথায় সমুপস্থিত

সকলেরই আদর-অভ্যর্থনাসূচক কলরব শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে আসিয়াছেন?' জমিদারের সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত পরিচয় প্রদান করিয়া জমিদারের পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও অজস্র অর্থ থাকা সত্ত্বেও বিষয়ে অনাসক্তি প্রভৃতি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আরও বলিলেন যে, এখন হইতে মাত্র একপক্ষকাল পূর্ব্বে উক্ত জমিদারের বাড়ীতে একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তপুঙ্গব সেই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াও শ্রীল বাবাজীমহারাজের দর্শন পাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। আরও বলিলেন, "আমি তাঁহার বন্ধু, তিনি অন্য বিষয়ীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকে মাত্র সঙ্গী করিয়াছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হইলেই আপনি তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন। ইনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদের কোন সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—একমাত্র শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ব্যতীত আপনাকে আর কেহই এই সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না। অন্যান্য যাবতীয় পণ্ডিতের সহিত আমারও এই জমিদার বাবুর আলাপ আছে সত্য; কিন্তু তাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসা

করিতে পারিবেন না, একমাত্র আপনিই পারিবেন।" ইহা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"আমি একটি উপায় বলিয়া দিতেছি, ইহাতেই তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরায় রামানন্দের সিদ্ধান্ত-কথা বুঝিবার পূর্ব্বে তিনি আপনার ও অন্যান্য **কপটব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া** কোন **একান্ত সাধুসঙ্গ আশ্রয়পূর্ব্বক** যদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত বিচার করিতে করিতে ও **মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট ক্রন্দন করিতে করিতে একশতবার পাঠ** করেন, তাহা হইলে তিনি রায়রামানন্দ-সংবাদের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা এখন হরিভজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমাদের অধিক কথা বলিবার সময় নাই।"

ইহা বলিয়া বাবাজী মহাশয় সকলকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া ও দেখিয়া উক্ত ভক্তাভিমানী পণ্ডিত জমিদার ও তাঁহার বন্ধু অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যার পরে সমস্ত লোক চলিয়া গেলে বাবাজী মহাশয় সমীপস্থ দুই একজন ব্যক্তির নিকট বলিতে লাগিলেন,—"যে জমিদার পণ্ডিত ব্রাহ্মণটি এতদূর ভাবে (?) আবিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্থিব অভাব

ব্যতীত কোনই প্রকৃত ভাব দেখিলাম না। বাবাজী মহাশয়ের মুখে সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বজনবিদিত ভাবুক ভক্তের সম্বন্ধে এইরূপ কটাক্ষ শুনিয়া নিকটস্থ একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে ব্যক্তি এইরূপ ভাবে আবিষ্ট,—যাঁহাকে একজন না ধরিলে তিনি পথে চলিতেই পারেন না, তাঁহার কোন ভাবভক্তি হয় নাই, ইহা আপনি কিরূপে বলিতেছেন?' শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"আমি তাঁহার সহিত কএকটি কথা বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহার হরিভজনে বিন্দুমাত্রও মতি নাই। সাধারণ লোকের অনুমোদনের দ্বারা হরিভক্তির পরিমাণ মাপা যায় না। যদি হরিভজনে কপটতা থাকে, তাহা হইলে বাহিরে অতিশয় বিরক্তি, অনাসক্তি ও অনেককিছু ভাবমুদ্রা প্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত বিরক্তি বা ভাবভক্তি নহে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িলেই সেই মুহূর্ত্তে ঐ কৃত্রিম বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে। হরিভজনে যাহার অকপট মতি-রতি হইয়াছে বিরক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য অবসর খোঁজে। আমরা লোককে ভাব দেখাইব না। এরূপ আচরণ করিব—যাহাতে অন্তরে হরিভজনের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হরিতে অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে বাহে শত অনাসক্তির ভাব দেখাইলেও কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন না, আরও দূরে সরিয়া

থাকেন, অকপট অনুরাগ থাকিলে কৃষ্ণ আপনা হইতেই ঘনাইয়া ঘনাইয়া সেই অনুরাগী ভক্তের নিকট আসেন।

যাহার শ্রীহরিতে অকপট অনুরাগের গন্ধ নাই, বিষয়ানুরাগে যাহার হৃদয় পূর্ণ, সেই ব্যক্তিই বিবিধ বাহ্য বেশভূষা ধারণ করে ; কৃষ্ণও তাহাকে তত অধিক বঞ্চনা করিতে থাকেন। আর অপ্রাকৃত হরিতে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকিলে তাঁহার অঙ্গে যদি বাহ্য দর্শনে কুষ্ঠব্যাধিও থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত সেবাময় অঙ্গ-গন্ধে বিমোহিত হন।

আমরা যদি উপবাস করিয়া দিবারাত্র হরিনাম করিতে পারি, আর লোককে না দেখাইয়া অন্তরের আর্ত্তির সহিত বৃষভানুনন্দিনীর সেবালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতে পারি, তাহা হইলে রাধার প্রাণধন কৃষ্ণ আপনা হইতেই 'পাক্‌ড়াও' হইয়া যাইবে।

* * *

বিষয়ীর অন্ন

* * ভট্টাচার্য্য নামক একজন উকীল একসময় কুলিয়া নবদ্বীপে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি মহাপ্রভুর পাড়ায় জনৈক গোস্বামী উপাধি-ধারী ব্যক্তির গৃহে মাসিক ফুরণ করিয়া নিজের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজের সহিত যখন

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীরাধাকুণ্ড তটে
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর
সমাধি মন্দির

উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন বাবাজী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই উকীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন? তদুত্তরে ভট্টাচার্য্য উকীল মহাশয়—'জনৈক গোস্বামী ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছি'—বলিলে বাবাজীমহাশয় বলিলেন—"তাহাদের হাতে রাঁধা ভাত খাওয়া ছাড়ুন, নিজ হাতে রাঁধিয়া খান। তাহারা মৎস্য আহার করে, আবার মহপ্রভুর সেবা করিবার ছলনাও করে। ইহা অপেক্ষা অপরাধের কার্য্য আর কিছু নাই। যাহাদের অপরাধের ভয় নাই, তাহাদের সহিত বাক্যালাপেও ভজন বিনষ্ট হয়।"

ইহার কএকদিন পর * * বাবু কিছু মিষ্ট দ্রব্য মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া ববাজী মহারাজের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন। বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'আমি মিষ্টদ্রব্য খাই না'। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, 'মহাপ্রভুর প্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই'। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "যাহারা মাছ খাইয়া, ব্যভিচার করিয়া, কিংবা অন্য কোন অভিলাষ লইয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়ার ছলনা করে, তাহাদের হস্তে মহাপ্রভুর ভোগ হয় না, তাহা প্রসাদই হয় না।

যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণবে রতি নাই, যে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না, সেরূপ ব্যক্তি মহাপ্রভুর কাছে ভোগ লইয়া গেলেও তাহা মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না। নিজে মোচার ঘণ্ট খাইবার লোভে মহাপ্রভুকে মোচার ঘণ্ট ভোভ লাগাইবার ছল করিলে তাহা কখনও মহাপ্রভুর ভোগে লাগে না। ঐরূপ ব্যক্তি প্রকারান্তরে তাহার উচ্ছিষ্টই ঠাকুরকে ভোগ লাগাইবার চেষ্টা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। কিন্তু মহাভাগবত বৈষ্ণবের যে জিনিষটি ভাল লাগে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলে মহাপ্রভুর ভোগ হয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত ভক্তের মুখেই আস্বাদন করেন। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন মলিন হয়; তাহাতে ভজনের ব্যাঘাত হয়। 'আমার কৃষ্ণভজন হইল না, কি করিয়া আমি বৈষ্ণবের সেবা পাইব?' এইরূপ অত্যন্ত আর্ত্তিপূর্ণ হৃদয়ে 'লোকের ফেলিয়া দেওয়া' বেগুনের ছোব্ড়া, কলার ছোব্ড়া প্রভৃতি সিদ্ধ করিরা লবণ-হীন **সর্ব্বাত্মসমর্পণের সহিত** ভোগ দিলে তাহা মহাপ্রসাদ হয়। মহাভাগবত বৈষ্ণবই ভাল ভাল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন; আমার হরিভজন হইল না, ভাল খাইয়া, ভাল পরিয়া, আমার ভজন-বিমুখতার আনুকূল্য করিলে কি হইবে?

* * * *

শ্রীমায়াপুরে প্রীতি

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্রে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর অনুগত নিজজনের অকপট পূর্ণানুগত্যে ভজনময় জীবন যাপন ব্যতীত তাঁহার অচিন্ত্য চরিত্র; আদর্শ ও শিক্ষার কথা বুঝিতে গেলে কেবলমাত্র ব্যর্থতাই লাভ হইবে। কেহ তাঁহাকে শত চেষ্টা করিয়াও কিছু দিতে পারিতেন না, আবার কাহাকেও তিনি অযাচিতভাবে কৃপা করিতেন। একসময় শ্রীধাম-মায়াপুরে হইতে জনৈক গৃহস্থভক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে কুলিয়ায় যান। বাবাজী মহারাজ তখন কুলিয়ায় একটি তৃণ-নির্ম্মিত ছইয়ের অভ্যন্তরে বাস করিতেন। ভক্তটি ছইয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বাবাজী মহাশয় তখন দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন লোক বাবাজী মহারাজকে জনৈক দর্শন-প্রার্থীর কথা জানাইলে, বাবাজী মহাশয় বলিলেন, 'আমাকে দর্শন করিতে হইলে দুইটি টাকা দিতে হইবে'; তখন শ্রীমায়াপুরের দর্শনপ্রার্থী গৃহস্থ ভক্তটি পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া নিকটস্থ জনৈক সেবকের নিকট প্রদান করিলে সেবক বাবাজী মহাশয়কে তাহা জানাইলেন। তখন বাবাজী মহারাজ কপাট খুলিয়া বলিলেন—'দর্শন করুন'; দর্শনার্থ আগত গৃহস্থ

ভক্তটি কিয়দ্দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। কিন্তু বাবাজী মহাশয় স্বেচ্ছায় উক্ত ব্যক্তির হাতে দুইটি হাত দিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত বলিলেন.— "আপনি আমার মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর হইতে আসিয়াছেন, মহাপ্রভুই আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, তবে আমি মহাপ্রভুর নিকটেই আপনার জন্য দুই চারিটি কথা বলিব। মহাপ্রভু এ কাঙ্গালের কথা অবশ্যই শুনিবেন। আপনি হরিনাম আশ্রয় করুন; নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ করুন, আপনার আর কোন বিঘ্ন হইবে না।" শ্রীধাম-মায়াপুরের লোক দেখিলেই শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু 'আমার প্রভুর ধামের লোক' বলিয়া বিশেষ আদর করিতেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বহু চেষ্টাতেও কেহ অর্থ বা দ্রব্য প্রদান করিতে পারিতেন না। আবার ভক্তের দ্রব্য বা অর্থ বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণবসেবার জন্য স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া লইতেন, ইহাও দেখা যাইত। তিনি নিজে কিছুই গ্রহণ করিতেন না, বৈষ্ণব-সেবায় সকল নিয়োগ করিতেন।

* * * *

'লোক-দেখান' ভাব

এক সময়ে বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপে তাঁহার ভজন-স্থানে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন;

সমবেত অন্যান্য লোকও বাবাজী মহারাজের অনুগমনে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময়, এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া নানা-প্রকার অশ্রুপূলকাদি দেখাইতে থাকিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ মনে করিলেন. 'হরিসঙ্কীর্ত্তনে ইঁহার খুব ভাব হইয়াছে, ইনি সিদ্ধদশা লাভ করিয়াছেন।' বাবাজী মহাশয় ঐরূপ ভাব-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন, লোকটি বাধ্য হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। লোকটি চলিয়া গেলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "যাঁহার সত্য সত্য প্রেম হয়, তিনি কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। তিনি খুব গোপনে লুকাইয়া রাখেন। সতী স্ত্রীগণ যেমন কাহাকেও অকস্মাৎ তাঁহার অঙ্গ দেখাইতে অত্যন্ত লজ্জিতা হ'ন এবং বাহিরে সর্ব্বক্ষণ স্বীয় দেহকে অতিশয় গোপনভাবে আবরণ-যুক্ত রাখেন, প্রকৃত প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ ভক্তির লক্ষণ অপরের নিকট' প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন এবং বিশেষ গোপনে সংরক্ষণ করেন।

* * * *

সাধুর মর্ম্মভেদী বাক্য

বাবাজী মহারাজ সর্ব্বদাই শ্রদ্ধালু জীবগণকে একান্ত মঙ্গলের উপদেশ দিতেন। এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর

প্রভুর নিকট আসিয়া সময় সময় হরিকথা শ্রবণ করিতেন। দু'একটি কটু কথা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি বাবাজী-মহারাজের নিকট আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। নানা অশান্তিতে প্রপীড়িত হইয়া ঐ ব্যক্তি পুনরায় একদিন হঠাৎ বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"আপনি হরিকথা শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া এখন কি নির্জ্জন ভজন আরম্ভ করিয়াছেন? হরিকথা-শ্রবণের সময় সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গ হইলে মায়া ভজনের বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় যদি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন বা সাধুসঙ্গের অভাব থাকে, তাহা হইলে নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসীকে মায়া আরও অধিক জড়াইয়া ধরে। তখন হরিচিন্তার পরিবর্ত্তে বিষয়-চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে।" এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি বলিলেন,—'আমি মনে করিয়াছি সাধুর কাছে আসিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাওয়া অপেক্ষা নির্জ্জন ভজনই ভাল।' তদুত্তরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"দেখুন, যে সাধু তীব্র সত্যকথা বলিয়া মায়া-পিশাচীকে তাড়াইয়া দেন, তিনি প্রকৃত সাধু ও পরম বান্ধব। লোকে স্ত্রীর কটুবাক্য বা আত্মীয়-স্বজনের গালি শুনিয়া প্রাণান্তেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে চাহে না, বরং তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের সেবাতেই নিবিষ্ট হয়,

আর শুভানুধ্যায়ী সাধু যদি একটি শাসন-বাক্যও বলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করে। আপনি যদি প্রকৃত ভজন করিতে চাহেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণের গালিকে মায়া-ত্যাগের মন্ত্রৌষধের মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেই হরিনাম গ্রহণ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবেন।"

* * * *

গৃহব্রতধর্ম্ম ও আত্মমঙ্গল

ক্ষে * * নামক জনৈক ভক্ত তাঁহার বিবাহিত পত্নীর সহিত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট আসিয়া কৃপা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'তুমি যদি অকপটভাবে ভজন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা দুইজন পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিয়া, কেহ কাহারও কোন অপেক্ষা না করিয়া হরিনাম কর।'

বাবাজী মহারাজের কথানুসারে ক্ষে * * তাহাই করিল। কিছুদিন পরে ক্ষে * * শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কি তোমার স্ত্রীর সহিত একত্রে আহারাদি কর, না পৃথক্ প্রসাদ গ্রহণ কর?' ক্ষে * * বলিলেন,—'আহারাদি একত্রেই হয়, কিন্তু আপনার আদেশানুসারে পৃথক্ থাকিয়া ভজন করি।' তখন

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'অদ্য কি প্রসাদ পাইয়াছ?' ক্ষে * * বলিল,—'সজিনার ডাঁটার তরকারী, বেগুনভাজা ও মুগের ভাল ডা'ল হইয়াছিল।' ইহা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"কেবল বাহ্যে স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িলে মঙ্গল হয় না, তুমি অন্তরে স্ত্রীসঙ্গ করিতেছ। পত্নীর পাচিত উত্তম উত্তম ব্যঞ্জন খাওয়ার লোভ এখনও ছাড়িতে পার নাই, কি করিয়া তোমার ভজন হইবে? পত্নী তোমাকে উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়া তাহার সঙ্গ করাইয়া লইতেছে। হায় হায়! হরিনাম করিবার অভিনয় করিয়াও তুমি সজিনার ডাঁটা চিবাইবার ইচ্ছা রাখিয়াছ! কি করিয়া তুমি সজিনার ডাঁটা চিবাইলে? কেহ যদি একলক্ষ টাকা হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার হৃদয়ে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাতে কি সে শুধু অন্নের গ্রাসও মুখে দিতে পারে? সে ব্যক্তি সর্ব্বদা টাকার চিন্তা করিতে করিতে কোনরূপে জীবনরক্ষার জন্য দুই চারিগ্রাস অন্ন অভ্যাসেমাত্র গ্রহণ করে, কিন্তু লক্ষ টাকার শোকে উত্তম উত্তম দ্রব্যেও তাহার কোন রুচি থাকে না। তুমি শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ অমূল্য রত্ন হারাইয়া বসিয়াছ, তুমি কি করিয়া সজিনার ডাঁটা চিবাইলে? বাহিরে স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িয়াও তুমি অন্তরে উহা করিতেছ!"

* * * *
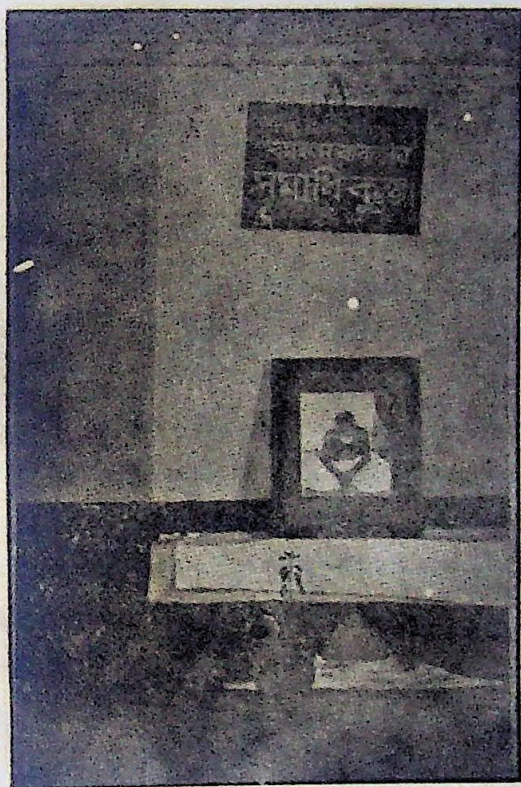
কুলিয়ার নূতন চড়ায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর
পূর্ব্ব-সমাধি-মন্দির (বর্ত্তমানে গঙ্গাগর্ভগত)
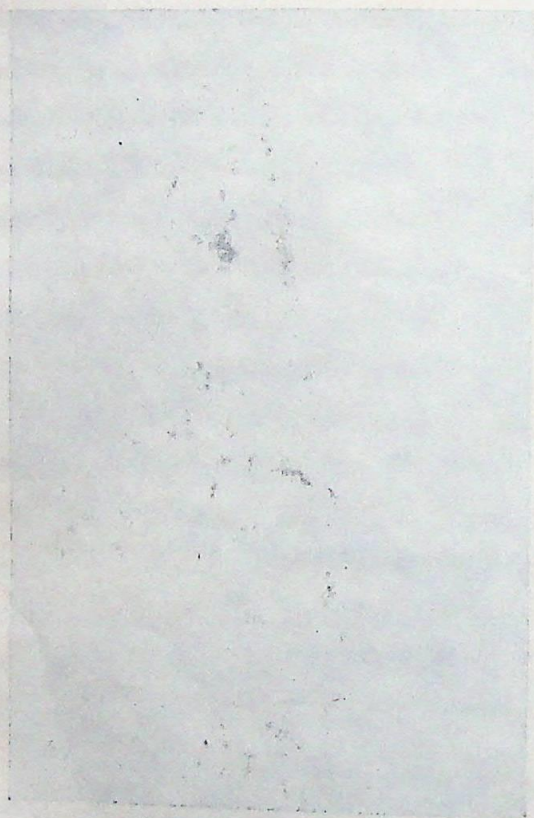
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ ও ফল্গুত্যাগ

বাবাজী মহারাজের এই উপদেশ শুনিয়া সমীপস্থ জনৈক গৃহস্থভক্ত বলিলেন,—'অনেক বৈষ্ণবকে স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া হরিভজন করিতে দেখা যায়, তাঁহাদের কি কোন মঙ্গল হইবে না?' বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—''জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; কিন্তু বদ্ধজীব যাহা স্ত্রী-পুত্ররূপে দর্শন করে, তাহাতে কেবল মায়ারই দর্শন হয়, ভক্তির চক্ষু না হইলে কেহ কৃষ্ণের নিত্যদাসের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই বদ্ধজীবের ভোগবুদ্ধি থাকে। আজকাল বদ্ধজীব হরিভক্তের সঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণ না করিয়া, হরিনামের শক্তি লাভ না করিয়া কেহবা স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছে, আবার কেহবা স্ত্রী-পুত্র ও বিষয়ত্যাগের বাহ্য অভিনয় করিয়া মর্কট বৈরাগী হইয়া পড়িতেছে। যাহারা মর্কটবৈরাগী, তাহাদের ত্যাগ নাটকের অভিনয়মাত্র। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহাদের পত্নীর প্রতি কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি থাকে না, তাঁহাকে কৃষ্ণদাস ও গুরু দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চাহেন, অথচ হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আছে, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিও সম্পূর্ণভাবে ভোগবুদ্ধি যায় নাই, তাঁহারাও মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ, হরিকথা

শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ভোগবুদ্ধি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহারা ক্রমশঃই বুঝিতে থাকেন যে, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই আত্মমঙ্গল হইতে পারে। দেহাত্মবোধ থাকিতে আত্মসমর্পণ হয় না—শ্রীহরির কৃপা-লাভ হয় না। দেহাত্মবোধেরই বিস্তৃতি—স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি। বাহিরে কেবল স্ত্রী-পুত্রের হাঙ্গামা হইতে ছুটি পাইয়া আত্মদেহসুখ বা মনের সুখলাভের জন্য যে হৈতুক ত্যাগ, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। কৃষ্ণভক্তের ত্যাগের একটা বিশেষত্ব আছে। তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করেন এবং অনুকূল বিষয় গ্রহণ করেন।"

*   *   *   *

"সেও ত' পরম সুখ"

একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অনুগত কোন এক সেবককে চৈত্র মাসের অতি প্রখর রৌদ্রে মধ্যাহ্নকালে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিতে দেখিয়া এক ব্যক্তি বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন;—'আপনার সেবক এরূপ প্রখর রৌদ্রের সময় ভিক্ষা করিতে যায় কেন? সকাল সকাল ভিক্ষা করিয়াই ত' ফিরিতে পারে।' ইহা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ—"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।

সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যাদুঃখ'—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই উপদেশ তাঁহার অনুগত সেবকটিকে শিক্ষা দিলেন।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের আত্মমঙ্গলার্থ সহিষ্ণুতার সহিত সাধনক্লেশ স্বীকার-পূর্ব্বক সেবার সুখ-দুঃখ উভয়কেই অবিদ্যাতাপ-নাশের পরমোপাদেয় জানিয়া সতত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা হরিভজন করিতে আসিয়া আরাম ও আয়াস খোঁজেন, তাঁহারা কখনও অবিদ্যার হাত হইতে উদ্ধার পান না, অধিকতর অনর্থেই পতিত হন।

* * *

বহুরূপিণী মায়া

একবার বর্ষাকালে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যে ছইএর মধ্যে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার অলিন্দে আসন করিলেন। তথায় বাবাজী মহারাজের জন্য কিছু অন্নপ্রসাদ 'সিকার' উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি বিষধর সর্প আসিয়া প্রাচীর বাহিয়া সিকার সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া নীচে নামিয়া পড়িল। ধর্ম্মশালায় আগত একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ইহা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবাজীকে সাপে খাইল!'

তখন দৃষ্টিশক্তিহীন (?) বাবাজী মহারাজ হাত দিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে 'সাপ কোথায় গেল ?' কোথায় গেল ?—এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ইত্যবসারে সাপও পলাইয়া গেল। তখন স্ত্রীলোকটি বলিল,—'বাবা, আপনি কি পাগল হইয়াছেন ? এখনই আপনাকে সাপে কামড়াইত ; আপনার পাশ দিয়া সাপ চলিয়া গেল। আর একটু হাত বেশী বাড়াইলেই অমনি আপনাকে কামড় দিত। আপনাকে আর আমরা এখানে থাক্‌তে দিব না।' তখন বাবাজী মহারাজ ঐ স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন,—'মা, আপনি আর এখানে দাঁড়াইবেন না, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছেন, আপনার কষ্ট হইতেছে।' স্ত্রীলোকটি বলিল,—'আপনি ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই এখান হইতে যাইব না।' বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'আমি এখন প্রসাদ পাইব, ঘরে যাইতে বিলম্ব আছে।' স্ত্রীলোকটি বলিল,—'আপনি ঐ প্রসাদ পাইতে পারিবেন না, ওখান দিয়া সাপ গিয়াছে, হয় ত' সাপে ইহাতে মুখ দিয়াছে ; ঐ বিষাক্ত প্রসাদ পাইলে আপনি বাঁচিবেন না। আমি এখনই প্রসাদ আনিয়া দিতেছি।' ইহাতে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'আমি ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ পাই না; মাধুকরী ভিক্ষার প্রসাদ ব্যতীত বিষয়ীর অন্নাদি অন্য কিছু আমি গ্রহণ করি না। তখন

স্ত্রীলোকটি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অনুগত নিকটস্থ একটি সেবককে বলিল,—'আপনি বাবাজী মহাশয়কে দু'টি অন্ন পাক করিয়া দি'ন।' বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'মা, এখান হইতে আপনি না গেলে আমি কোন কথাই শুনিব না।' স্ত্রীলোকটি বাধ্য হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় নিকটস্থ সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা গিয়াছেন কি?' স্ত্রীলোকটি চলিয়া গিয়াছেন বলায় বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"মায়ার কার্য্য দেখিলে? দেখ, মায়া সহানুভূতির ছল করিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহে! মায়া বহুরূপিণী, বহু প্রকার প্রতারণা জানে। জীবকে হরিভজন করিতে দেয় না; মায়া কত মায়া দেখাইয়া বলিতেছে, ঘরে যাইও না, সাপে খাইবে, সাপে খাওয়া প্রসাদ খাইও না, মারা যাইবে। আমি ত' এখন মরিতে পারিলে বাঁচি, কৃষ্ণভজন হইল না, এই দেহ বাঁচাইয়া কি হইবে?" এই বলিয়া বাবাজী মহারাজ এই গানটি গাহিতে লাগিলেন,—

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥

সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ॥
বিষম বিষয়-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তমের দাস কেন না গেল মরিয়া ॥

অন্তর্যামী শ্রীগৌরকিশোর

একদিন রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—'দেখেছে! দেখেছ!! একজন পাঠক পাবনা-জেলায় গিয়া এই রাত্রিকালে একটি বিধবার ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে! হায়! হায়! এই দুর্দ্দান্ত লোকগুলি নানাপ্রকারে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিতেছেন!

বাবাজী মহারাজ এরূপভাবে ঐ কথাগুলি বলিতেছিলেন যেন তিনি উক্ত দুরাচারের ঐ দুষ্কর্ম্ম সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আবার বলিতে লাগিলেন,—"মহাপ্রভু আমাকে অনেক কথা জানাইয়া দেন। হরিসভার পাড়াতে এক প্রসিদ্ধ পাঠক আছে, সে আমার এখানে আসিয়া মাঝে মাঝে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে চাহে এবং দেশ-বিদেশে গিয়া আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জাহির করিয়া ভাগবত-পাঠের

বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করে। লোকে তাহার অন্তর জানে না; সে এক বিধবাকে নিজের নিকটে রাখিয়াছে। যখন লোকে তাহাকে স্ত্রীলোকটির কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন সে উহাকে তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেয়। সে ভাগবত পাঠ করিয়া যে টাকা রোজ্‌গার করে তাহার দ্বারা ঐ কুলটা রমণীর হাতের চুড়ি, মাথার তেল, পায়ের আল্‌তা কিনিয়া দেয়। ইহা অপেক্ষা অপরাধ ও পাষণ্ডতা কি আছে?"

* * * *

লোকশিক্ষক

একদিন বাবাজী মহারাজ তাঁহার পদযুগলে বিশেষভাবে বস্ত্র জড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন ও বলিতেছেন,—"লোকগুলি অন্য মতলবে আমার পায়ের ধূলা নিতে আসে; আমি বলি—আমি ত' বৈষ্ণব নহি; যাহারা পায়ের ধূলা দিবার জন্য, চরণামৃত দিবার জন্য বৈষ্ণব সাজিয়া পা' বাড়াইয়া রাখিয়াছে, সেই সকল বৈষ্ণবের পাড়ায় গেলেই ত' তাহারা অনেকে পায়ের ধূলা পাইতে পারে?"

ইহার কিছুক্ষণ পরেই অ * * ভট্টাচার্য্য একজন সঙ্গী সহ বৃন্দাবনাদি দর্শন করিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আপনি আমার গুরুদেব, আমাকে কৃপা করুন।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আমার নিকট

রসগোল্লা, সন্দেশ, লুচি, পুরি, টাকা, পয়সা, মিষ্টিকথা কিছুই নাই, আমি কি দিয়া কৃপা করিব ? যে-সকল গুরু (?) শিষ্যকে লুচি, সন্দেশ খাওয়াইতে পারেন ও তাহাদিগকে 'বড় ভক্ত' বলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন, তাঁহারাই আজকাল গুরু হইবার ও কৃপা করিবার অধিকারী। আজকালকার পণ্ডিতেরা 'আনুকূল্য' শব্দের অর্থ বুঝিয়া নিয়াছেন—'টাকা, সুন্দরী স্ত্রী, মিষ্টিকথা—এই সকল।' ইহা শুনিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'আমাদের মনে ত' অনেকপ্রকার ভুল ধারণা আছে, তবে আপনি যাহা বলেন, তাহাই করিব। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'আমি ত একমাত্র ভজনের আনুকূল্য দেখিতেছি চাউল ভিজাইয়া খাইয়া ছইয়ে বাস করা। এমন খাওয়া খাইতে হইবে—যাহা কুকুরেও খায় না, এমন পরা পরিতে হইবে—যাহা চোরেও নিতে ঘৃণা করে ; আর সর্ব্বক্ষণ সাধু-সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম করিতে হইবে। কিন্তু বানরগুলির মত বৈরাগী হইলে ভজন চুলায় যাইবে। বানরগুলি চুপ কয়িয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করে। বানরের মত মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া কদাপি ভজন-নিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায় না।

* * * *

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু

শ্রীল গৌরকিশোর-প্রভু-প্রেষ্ঠ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
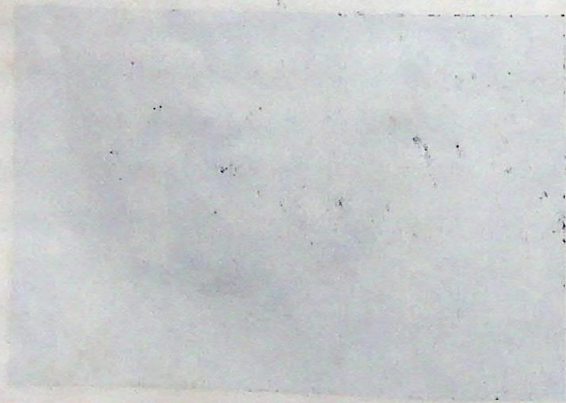
শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে কোন এক 'গোস্বামী' নামধারী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট আসিয়া 'অষ্টকাল-লীলা' শিক্ষা করিতে চাহিলেন। প্রথমদিন বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"আমার এখন অবসর নাই, অবসর হইলে জানাইব। যতবারই ঐ 'গোস্বামী' নামধারী ব্যক্তি বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া অষ্টকাল-লীলার কথা জিজ্ঞাসা করেন, ততবারই বাবাজী মহাশয় ঐ একই উত্তর দেন। অবশেষে গোস্বামীটি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিন রাত্রিতে ১০টার সময় বাবাজী মহারাজ নিজে-নিজে বলিতে লাগিলেন,—"একটা কাণাকড়ি হারাইলে উহার জন্য যাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়, সেই ব্যক্তি অষ্টকালীয় ভজন শিক্ষা করিবে! বই দেখিয়া না হয় অষ্টকাল-লীলার কথা জানিয়া লইল; কিন্তু সিদ্ধদেহ কি করিয়া পাইবে? তাহা বই পড়িয়া হয় না। এই সকল কথা সাধারণ পুস্তকে প্রকাশিত হওয়ায় জগতের জঞ্জাল আরও বাড়িয়া যাইতেছে। লোকগুলি 'চাঙ্গে' করিয়া দোতালায় চড়ে, আর সেখানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। আমার কাছে কত লোক আসিল, কিন্তু একজনও যথার্থ লোক পাইলাম না, সকলেই আমাকে ঠকাইতে আসিল। যাহারা অষ্টকাল-লীলা শিক্ষা করিবে, তাহাদের

সর্ব্বাগ্রে সমস্ত অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিনাম করিতে হইবে। নির্জ্জনে বা নিজের মতলবমত হরিনামের ছলনা করিতে গেলেই মায়াপিশাচী ঘাড়ে চাপে। সাধুসঙ্গে নামই রূপ, গুণ ও লীলারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যাহাদের নামে বিশ্বাস নাই, সেই সকল দুর্ভাগা লোক পৃথগ্‌ভাবে অষ্টকাল-লীলা শিক্ষা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া নিজের অমঙ্গল করিয়া থাকে।"

* * * *

"গৃহেতে গোলোক ভায়"

বাবাজী মহারাজ এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—"পায়-খানায় থাকিয়া কখনও হরিভজন করা যায় না।" বাবাজী মহারাজের এই কথার তাৎপর্য্য নিকটস্থ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"যে সকল গৃহ কেবল 'খাওদাও', এই কথায় পরিপূর্ণ এবং যেস্থানে কেবল কামের কার্য্যসমূহই হইয়া থাকে, সেই সকল গৃহই বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে দেবালয় হইলেও সাধুগণের স্থান নহে। কামিলোক বাহ্যদৃষ্টিতে দেবালয়ে বাসের অভিনয় করিয়াও বিষয়-বিষ্ঠা-কুণ্ডে বাস করে, আর যাঁহারা নিষ্কপটভাবে অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের সেবা করেন, তাঁহারা যে-কোন স্থানে বাস করুন, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ড।" এই কথা বলিবার কিছুদিন

পরে নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার অধিকারী জমিদার গিরীশ বাবু একদিন তাঁহার স্ত্রীর সহিত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। গিরীশ বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত কাতরভাবে বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—'বাবাজী মহাশয়, আপনি আদেশ করুন,—আপনার ভজনের জন্য একখানি ছোট ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিই। আপনি শীত ও বর্ষায় ছইএর মধ্যে থাকিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। ইহাতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।' বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"ছইএর মধ্যে থাকিতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। আমার একটি কষ্ট আছে, যদি আপনারা সহায় হন, তবে বলিতে পারি। বহু লোক কপটতা করিয়া আমার নিকট আসিয়া সর্ব্বদা 'কৃপা কর' 'কৃপা কর' বলিয়া আমাকে ভজন করিতে দেয় না। তাহারা নিজের মঙ্গল চাহে না, পরন্তু অন্যের ভজনে বিঘ্ন উৎপাদন করে। আপনাদের পায়খানার 'কুঠ্‌রী'টি যদি আমাকে দান করেন, তাহা হইলে ঐস্থানটি আমার ভজনের পরম অনুকূল হইবে। আমি ঐ স্থানে বসিয়া দিবারাত্র হরিনাম করিতে পারিব। লোকে ঐরূপ স্থানে যাইতে ঘৃণা বোধ করিবে। তাহা যদি না হয়, তবে আমাকে কোন কথা বলিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের সময় নষ্ট করিবেন না" ইহা শুনিয়া গিরীশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—

"বাবাজী মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু পায়খানার স্থান সাধুকে প্রদান করিলে আমাদের যে পাপের সীমা থাকিবে না!" বাবাজী মহাশয় বলিলেন,-- "আমি সাধু নহি; যাহারা দেবালয়ের মহান্ত, কিম্বা জট-বল্কলধারী, তাহারা সাধু। আমার হরিভজন হইল না, পায়খানাই আমার যোগ্য-স্থান। যদি আপনারা ইহা দিতে পারেন, তবে কথা বলিবেন, নতুবা আপনাদের কোন কথা শুনিব না।" অগত্যা গিরীশ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন,—"আপনি কুঠরীতে না থাকিলেও যাঁহারা আপনার সেবা করিবেন, তাঁহাদের জন্য দুইটি কুঠরী থাকিবে। গিরীশ বাবু পায়খানার ভিতর গোময়াদির দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া রাজমিস্ত্রী ডাকাইয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু বাবাজী মহারাজ ইহা জানিতে পারিলে পাছে কুঠরীর ভিতর না যান, এইজন্য ভিতরের অবয়ব ঠিক রাখিয়া কেবলমাত্র পরিষ্কার করিয়া ঐ স্থানে আসন রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তি-ধর্ম্মের ভাণে। কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা যে বিষ্ঠা হইতেও অধিকতর পূতিগন্ধময় তাহা জানাইবার জন্য শ্রীগৌরকিশোর ধর্ম্মশালার সাধারণ পুরীষত্যাগের স্থানে ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন।

* * *

ঐ কুঠরীর ভিতর অতি সামান্য স্থান ছিল, আর কেহ সেখানে থাকিতে পারিত না। তিনি খিল দিয়া বসিয়া ভজন করিতেন। উহার সংলগ্ন একটা ভাঙ্গা কুঠরী ছিল। ম— ঐ কুঠরীর উপর টিন দিয়া ছাপড়া প্রস্তুত করাইয়া বাবাজী মহারাজের অনুকরণে একটি ভজন-স্থান নির্ম্মাণ করিল। বাবাজী মহারাজ একদিন ম—কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ম—! তুমি কুঠরীর মধ্যে কপাট দিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কি করিতেছ? আর কিই বা ভাবিতেছ? নিরপরাধে সাধুসঙ্গে হরিনাম না করিলে নির্জনে ঘরে বসিয়া কেবল ঘরের বেড়া ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তুমি কি বসিয়া বসিয়া ঘরের বেড়া দেখিতেছ? আর কামিনী, প্রতিষ্ঠা ও অর্থের চিন্তা করিতেছ? ঐ কুঠরীতে থাকিলে তোমাতে নানাপ্রকার জঞ্জাল আসিবে।" অন্তর্যামী ও বাহ্যদৃষ্টি-সঙ্গোপনলীলা-ভিনয়কারী বাবাজী মহারাজ ম—এর সকল কপটতা বলিয়া দিলেন। বাবাজী মহারাজকে লোকে যে-সকল অর্থ ও খাদ্যাদি প্রদান করিয়া যান, ম—উক্ত কুঠরীতে ভজন করিবার ছলে তাহা কিরূপে আত্মসাৎ করে এবং নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে গিয়া অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি করিয়া থাকে, তাহা সকলই বাবাজী মহারাজ বলিয়া দিলেন। অবশেষে ম—

অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং কিছুদিন পরে তাহার এক আত্মীয় তথায় আসিয়া তাহাকে মায়ার রাজ্যে লইয়া গেল। বাবাজী মহারাজ দেখাইলেন,—মহাভাগবত ও গুরুর অনুকরণ করিলে জীব অপরাধ-ফলে মায়াপঙ্কে পতিত হয়। ধর্ম্মের নামে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ কিরূপ বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে বাস করিতেছে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য ও শ্রীরাধার নিজ-জন যে কোনস্থানে অবস্থিত হইয়া শ্রীরাধা-কুণ্ডের নিত্যকুঞ্জসেবা করিয়া থাকেন, তাহা নিজ-জনকে জানাইবার জন্য তিনি ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* * * *

পাণ্ডিত্যার্জ্জন-স্পৃহা

"অযাত্রা" প—ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট থাকিয়া হরিভজন করিতে আসিয়াছিল। তাহাকে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তুমি বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে অনুক্ষণ হরিনাম কর।" প—র এই কথায় বিশেষ রুচি হইল না। সে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে না বলিয়া রাঢ়দেশে নিজকে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াও ভাগবত পাঠের বিনিময়-ছলে অর্থ সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সু—পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ

পড়িতে আরম্ভ করিল। প—মনে করিয়াছিল, সে স্বয়ং মূর্খ, সুতরাং লেখাপড়া শিখিলে তাহার সম্মান বাড়িবে। মনে মনে আরও ভাবিয়াছিল যে, বাবাজী মহারাজ লেখাপড়া জানেন না বলিয়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একদিন প—শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট আসিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ প—কে বলিলেন,—"তুমি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যাকরণ পড়িতেছ।" প—বলিল, "আমার সেরূপ কোনই দুরাকাঙ্ক্ষা নাই। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বুঝিবার জন্যই ব্যাকরণ পড়িবার ইচ্ছা করিয়াছি।" তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"রাঢ়দেশে কথকগণের ভাগবত-ব্যবসায় দেখিয়া তোমার লোভ হইয়াছে, তোমার কপাল পুড়িয়াছে। মঙ্গল চাও ত' ঐরূপ অপরাধের কার্য্য ছাড়িয়া সৎসঙ্গে হরিভজন কর।" প—শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই উপদেশ শুনিল না। আর একদিন প— শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া বলিল—"আমাকে কৃপা করুন।" বাবাজী মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিলেন,—"তুমি মনে যে বাসনা করিয়াছ, তাহা ঐরূপভাবে পূর্ণ করিতে যাইও না।" শ্রীল বাবাজী মহারাজের ঐ কথা তখন কেহই বুঝিতে পারিল না। প—চলিয়া গেলে বাবাজী

মহারাজ নিকটস্থ লোকগুলিকে বলিলেন, "—নামে একটি বিধবার সহিত প—র অবৈধ প্রণয় হইতেছে। [নিকটস্থ ব্যক্তিগণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—] অপরকে কখনও পাপ-পথে টানিবেন না; আপনাদের মনে যদি কখনও অন্যাভিলাষ হয়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে আমার কাছে একবার দয়া করিয়া আসিবেন, হয় ত' তাহাতে আপনাদের মন ফিরিয়া যাইতেও পারে।"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ইহা দ্বারা জানাইলেন যে, পরদার-গমন—জঘন্যতম পাপ ও নিষিদ্ধাচার, কপটতা করিয়া বাহিরে সাধুত্ব-প্রকাশ ও গোপনে ব্যভিচার তদপেক্ষা অধিকতর পাপ ও অপরাধজনক। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, শ্রীল বাবাজী মহারাজের ও তাঁহাদের নিজ-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা কখনও কোনপ্রকার কপটতা সমর্থন করিতেন না।

* * *

ভক্তি ও ভণ্ডামী

দী-দাস নামক এক ব্যক্তি কিছুকাল বাবাজী মহারাজের নিকট ছিলেন। লোকেও এজন্য দী—কে যথেষ্ট ভক্তি করিত। দী—উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। এক

সময় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পিতা আসিলেন। দী—র পিতা হাতের লেখা একখানা ভাগবত বহন করিয়া সকল জায়গায় যাইতেন এবং তাহা দেখাইয়া কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেন। দী—র নিকট বাবাজী মহাশয়ের সেবার জন্য অনেকে টাকা-পয়সা দিতেন। দী—সেই টাকা হইতে গোপনে তাঁহার দরিদ্র পিতাকে কিছু টাকা সাহায্য করিল। অন্তর্যামী বাবাজী মহারাজ তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি দী—র সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে দী—সময় সময় বাবাজী মহারাজকে চাউল সিদ্ধ করিয়া দিত। বাবাজী মহারাজ সেই সময় হইতে দী—র হাতের ছোঁয়া কোন জিনিষই গ্রহণ করিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় আবার কাঁচা চাউল জলে ভিজাইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া দী— অত্যন্ত ভীত হইলেন অন্যান্য লোকও ইহা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দী—ও অন্নজল ত্যাগ করিল। এই কথা বাবাজী মহারাজকে জানাইলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"ঐ লোকটা যদি আমার নিকট হইতে এখনই চলিয়া না যায়, তবে আমি গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিব।" একদিন বাবাজী মহারাজ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সকলে তখন বাবাজীমহারাজকে ধরিতে গেলেন। বাবাজী মহারাজ চীৎকার করিতে

করিতে বলিলেন —"আমাকে ছাড়িয়া দেও, ছাড়িয়া দেও : আমার যখন হরিভজন হইল না তখন আমি আর এই দেহ রাখিব না।" সকলে ধরাধরি করিয়া বাবাজী মহারাজকে গঙ্গা হইতে উঠাইলেন। সুস্থ হইবার পর শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"কেন তোমরা আমাকে গঙ্গা হইতে উঠাইলে ? আমার সর্ব্বস্ব দী—উহার পিতাকে দিয়াছে।' তখন সকলে বলিল,—"আমরা আপনাকে যত টাকা পয়সা দরকার হয়, সমস্ত দিতেছি।" দী—যে-সকল টাকা-পয়সা নষ্ট করিয়াছে. তাহার চতুর্গুণ এখনই আনিয়া দিতেছি। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে বলিলেন,—"আমার টাকা-পয়সার কোন দরকার নাই, দী— আমার নিকট থাকিতে পারিবে না। কপটের সঙ্গে থাকিলে আমার ভজনের ব্যাঘাত হইবে।" অনেকে মনে করিয়াছিলেন— "বাবাজী মহারাজ বুঝি টাকা-পয়সার আসক্তিতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাবাজী মহারাজ টাকা-পয়সার ভিক্ষুক নহেন ' তিনি সেবার নামে কপটতা সহ্য করেন না। কপটতা কৃষ্ণের একচেটিয়া সম্পত্তি। জীবে কপটতা থাকিলে উহা কৃষ্ণের অনুকরণ বা বাউলমত হইয়া পড়ে। সরলতাই বৈষ্ণবতা।

* * * *

"আমি ত' বৈষ্ণব নহি"

এক সময় শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু আমাদের শ্রীগুরুদেবের নিকট একশত টাকা জমা রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই টাকা নিরাপদে রাখিবার জন্য ব্যাঙ্কে জমা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র গিয়াছেন; এমন সময় হঠাৎ একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্‌-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ টাকা চাহিলেন। আমাদের প্রভুপাদ উহা ব্যাঙ্কে রাখিয়াছেন, তিনি না আসিলে উহা ব্যাঙ্ক হইতে উঠান যাইবে না— এই কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজকে জানাইলেও তখনই টাকার বিশেষ আবশ্যকতা জানাইলেন। অগত্যা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার নিজ তহবিল হইতে একশত টাকা যোগাড় করিয়া দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ঐ টাকা শ্রীবৃন্দাবনে স্বনামখ্যাত কোন ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আমাকে লোকে বৈষ্ণব মনে করিয়া আমার ভোগের জন্য এইসকল টাকা দিয়াছে, আমি ত' বৈষ্ণব নহি। শুনিয়াছি, ব্রজে বৈষ্ণবগণ আছেন, সুতরাং তাঁহাদের সেবার জন্য ঐ টাকা পাঠাইয়া দিলাম।' শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বৈষ্ণব-বিচারে লোকে যে-সকল অর্থ

দান করিতেন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহা নিজে কখনও গ্রহণ করিতেন না, অপর বৈষ্ণববের সেবার জন্য দিয়া দিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতেন,—মাধুকরী ভিক্ষার দ্রব্য নির্গুণ, তাহা হরিভজনময় জীবননির্ব্বাহের জন্য যথাযোগ্য গ্রহণ ব্যতীত অপরের দান গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন এবং হরিভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

* * *

"অর্থলাভ—এই আশে"

একদিন কুলিয়া-নবদ্বীপের * * * গোস্বামী কএকজন বৈষ্ণব-বেশধারী ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বাবা, অনেকদিন যাবৎ আপনাকে দর্শন করিতে পারি নাই, আমি প্রবাসে গিয়াছিলাম।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আপনি নবদ্বীপে ভজন করিবার জন্য এখানে বাড়ী ও পাকা পায়খানা পাইয়াছেন। এখানে আপনার বহির্দ্দেশে যাইবার কষ্ট দূর হইয়াছে। তবে কেন মিছামিছি অন্য দেশে যান?" তখন গোস্বামীর সঙ্গী এক ব্যক্তি বলিলেন,—"প্রভু দেশ উদ্ধার করিতে অন্য দেশে যাইয়া থাকেন। প্রভু যদি অন্য দেশেনা যান, তবে অন্য দেশের গতি কি হইবে?" ইহা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"যদি দেশ উদ্ধার

করিবার উদ্দেশ্যই হয়, তাহা হইলে সাহেবের মাথাগুলি (রাজার মস্তকাঙ্কিত টাকা) কেন ? আপনি যাহা মনে ভাবিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। আপনি একখানি ভাল কোঠাঘর প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি যদি সত্যি সত্যি হরিভজন করেন, নিজে 'প্রভু' হইয়াছি বলিয়া মনে না করেন, তবে আমি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কাছে বলিয়া দিব—আপনার ৫০ খানা কোঠা হইবে। **আর যদি আপনি কোঠা করিয়া পুত্র-কন্যার ভোগের স্থান বাড়াইতে চাহেন, তাহা হইলে নিতাই আপনাকে ঐ সকল জাগতিক বস্তু দান করিয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত করিবেন।** লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জগদুদ্ধার করিবার অভিনয় করিলে জগতের উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, আপনি পতিত হইয়া যাইবেন, জগৎকেও বঞ্চনা করিবেন।" ইহা বলিয়া বাবাজী মহারাজ নিজে নিজেই **উচ্চ** কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিলেন। বাবাজী মহারাজ জানাইলেন, নামাপরাধ ও সেবাপরাধের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ হয়। উহাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। গুরুনিত্যানন্দ কপটকে দ্রবিণাদির দ্বারা বঞ্চনা করেন।

*　　*　　*　　*

"গৌর" "গৌর" না "টাকা" "টাকা" ?

কোন সময়ে কতিপয় ব্যক্তি ভাগবত-ব্যাখ্যায় সুনিপুণ জনৈক গোস্বামি-সন্তানের মহিমা বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া বলিতে থাকেন। উক্ত গোস্বামি-সন্তান সর্ব্বদাই 'গৌর গৌর" বলেন এবং নানাপ্রকার ভাবুকতা দেখাইয়া বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত গৃহব্রত গোস্বামীর (?) সবিশেষ তথ্য বাবাজী মহারাজ সকলের নিকট ব্যক্ত করিয়া বলেন,—"উক্ত গোস্বামি-পুঙ্গব গোস্বামি-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন না. তিনি ইন্দ্রিয়-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং তিনি 'গৌর গৌর' বলেন না; টাকা টাকা আমার টাকা' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, উহা কখনই ভজন নহে; উহা দ্বারা প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আবৃত হইতেছে এবং জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকারই হইতেছে না।"

* * * *

"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্."

* * নামক একটি যুবক বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া হরিভজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ বলেন,—"আপনি যদি অন্য যাবতীয় লোক-প্রচারিত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট সর্ব্বক্ষণ থাকেন, তবে এখানে হরিভজন

"স্বকর্ম্মফলভুক্‌ পুমান্‌"

করিতে পারিবেন ; কেননা, আমরা শ্রীধামবাসীর পরিত্যক্ত 'ঝুটা' শ্রীধাম-রজো-নির্ম্মিত ভাণ্ড ও মৃতের পরিত্যক্ত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করি ; আপনি যদি অন্য কোন ধার্ম্মিক বা বৈষ্ণবের সঙ্গে মিশেন, তবে হয় ত' তাঁহারা আপনাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন, না হয় আপনারই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করায় অপরাধ হইবে।" ** বলিল,—"আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিব।" কিন্তু সে কিছুক্ষণ পরে রা—র কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া রা—র সঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অজ্ঞাতসারে ঐ কীর্ত্তনে (?) যোগদান করিতে লাগিল এবং তাহাদের সঙ্গে প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে থাকিল। তাহাদের নিকট হইতে একজোড়া করতালও সংগ্রহ করিল। পরে একদিন সন্ধ্যার সময় বাবাজী মহারাজ যাহাতে শুনিতে পান,—এইরূপভাবে করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিল এবং আর একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া বাবাজী মহারাজকে শুনাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণব-বন্দনা পাঠ করিতে লাগিল। * * যখন ভিক্ষার জন্য বাহির হইল, তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিকটস্থ কোন এক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন,—"* * গোপনে গোপনে রা র বাড়ীতে গমনাগমন করিতেছে এবং সে-স্থান হইতে যে-সকল ভক্তি (?) সংগ্রহ করিতেছ, তাহা এস্থানে প্রচার

করিবার চেষ্টা করিতেছে! বস্তুতঃ সে হরিভক্তির পরিবর্তে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে।" তাহা শুনিয়া একজন বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—"আপনাকে তাহার সকল কথা কে বলিল?" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আমি তাহার কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-বন্দনার ঢং দেখিয়াই তাহার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছি, ইহাকে আর এস্থানে রাখা যাইবে না; কেননা, একবার লোক দুঃসঙ্গে মিশিলে—বৈষ্ণবের নাম করিয়া অবৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে—সে আর কোন কথাই মানিবে না, কেবল কপটতা শিক্ষা করিবে।" ইহার পর * * একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজকে না জানাইয়া সেই যুবক হঠাৎ পুরী চলিয়া গেল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"ছেলেটাকে উহারা ভাগাইয়া নিয়াছে, তাহারও খাওয়া-দাওয়ার লোভ ছিল। আমি উহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। জীব—স্বতন্ত্র ও স্বকর্ম্মফলভুক্। সে কৃষ্ণের প্রেরণায় আমার কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু গোপনে অন্য সঙ্গ করিয়া অধিক বিপদের মধ্যে পড়িয়া গেল। এখন ভেক গ্রহণ করিয়া সে 'বৈষ্ণব' সাজিবে। এই প্রকারে জগতের অনিষ্টকারী লোক যাহাকে-তাহাকে 'ভেক' দিয়া 'ব্যাঙ' করিয়া দিতেছে। লোকের প্রণাম-গ্রহণ, নানাপ্রকার উত্তমদ্রব্য ভোজন প্রভৃতির লোভে কপট লোকেরা এইরূপ

'বৈষ্ণব' সাজিতেছে! ইহারা যে-সকল হরিনাম-কীর্ত্তনের ছলনা করে, তাহা ভেকের কোলাহলমাত্র; ইহারা যত কোলাহল করিতে থাকে, ততই বিষয়-সর্প ইহাদিগকে গ্রাস করে।"

কএকমাস পরে * * পুরী হইতে ভেক গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে আসিল এবং নবদ্বীপের ভ—কুটীরের তদানীন্তন মহান্তকে সঙ্গে করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইল। মহান্তজী শ্রীল বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আপনার শিষ্য * * এখন পুরী হইতে 'বৈষ্ণব' (?) হইয়া আসিয়াছে, সে এখন ধন্য হইয়াছে; সে ঠাকুর হরিদাসের সেবা করিয়া আসিয়াছে এবং খুব অনুরাগ-সহকারে ভজন করিতেছে।' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"সে আমার কিপ্রকার শিষ্য হইয়াছে, তাহা ত' বুঝিতে পারি না। জগতে আমি ত' কাহাকেও শিষ্য দেখি নাই; আমি নিজেই শিষ্য হইতে পারিলাম না, কি করিয়া অপরের গুরু হইব? **বেঙের পোষাক পরিলেই কি 'বৈষ্ণব' হওয়া যায়?** বেঙের কলবর হরিনাম বা হরিভজন নহে। বেঙের যে অনুরাগ, তাহা কেবল সুখভোগ-লাভের জন্য; কিন্তু সে সুখ ভোগ করিতে পারে না, বিষয়কালসর্প তাহাকে গ্রাস করে। হরিদাস-ঠাকুরের সেবা করা কি মুখের কথা? আপনি মহান্ত সাজিয়া

কেন নিজের পরমায়ুটি বৃথা নষ্ট করিতেছেন ? ঐসকল পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে হরিভজন করুন।" মহান্ত বলিলেন —"আমার মহান্ত হইবার কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল ভজন-কুটীরের উন্নতি-সাধন ও বৈষ্ণব সেবাই আমার উদ্দেশ্য। ভজন-কুটীরের সমস্ত স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আমি সেই সকল জঙ্গল কাটিয়া স্থানটি পরিষ্কার করিয়াছি।" এইকথা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আর কোন কথাই বলিলেন না। তাঁহারা চলিয়া গেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিকটস্থ ব্যক্তিগণের নিকট বলিলেন,—"এই নবদ্বীপের কল্পবৃক্ষ, কল্পলতাসমূহকে ঐ পাষণ্ড নিষ্ঠুরভাবে ছেদন করিয়াছে, তাহা আবার আমাকে শুনাইয়া গেল ! হায় হায় ! দেখ দেখ, এই নবদ্বীপের এই শুষ্ক বৃক্ষ ছেদন করিতেও প্রাণে ব্যথা লাগে। এইসকল বৃক্ষ-লতা আমাদের নিত্যবন্ধু-বান্ধব ; তাঁহারা গৌর-লীলার উপকরণ। বন্ধু-বান্ধব মরিয়া গেলেও কি তাঁহাদের মৃতদেহে কেহ অস্ত্রাঘাত করিতে পারে ? এই সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তি কখনও হরিভজনে অধিকারী হইতে পারে না, কেবল বাহিরে বৈষ্ণবতার ভাণমাত্র প্রদর্শন করিয়া নিজের ও অপরের অমঙ্গল করিয়া থাকে।"

* * * *

অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর প্রায়শ্চিত্ত

ইহার কিছুদিন পরে হী—শ্রীগৌরকিশোরের নিকট পুনরায় আসিয়া ধর্ম্মশালার একখানি কুঠরিতে থাকিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ধর্ম্মশালার অধিকারিগণ উত্তরখণ্ডের কুঠরিগুলি শ্রীল বাবাজী মহারাজের অধিকারে রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহই ঐসব কুঠরিতে থাকিতে পারিত না। হী - একটি কুঠরিতে বাস করিতে থাকিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সকলকে শুনাইয়া হী—কে বলিয়া দিলেন,—"যাহার হরিভজনের ইচ্ছা আছে, সে যেন অসৎসঙ্গ না করে। অসৎসঙ্গ রাখিব, সৎসঙ্গের অভিনয়ও করিব, কিংবা গোপনে-গোপনে ধর্ম্মধ্বজিগণের দুঃসঙ্গ করিব, যাহারা ঐরূপ বিচার পোষণ করে, তাহাদের অনর্থ আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপ কপটতা করিয়াই আমারই চক্ষের সম্মুখে সহস্র সহস্র লোকের অমঙ্গল হইতে আমি দেখিয়াছি। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া—নিরন্তর সৎসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে তবে হরিনামের সেবা রক্ষা করা যায়।"

এইসকল কথা শুনিবার পরও হী—গোপনে গোপনে অন্য ধর্ম্মধ্বজিগণের সঙ্গে আলাপাদি করিত। ইহাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। হী—এর খুব কঠিন ব্যাধি হইল। তাহার কষ্ট দেখিয়া

পরম কৃপালু শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার একজন সেবককে হী—এর পরিচর্য্যা করিতে বলিলেন; কিন্তু দুইচারি দিন পরে দেখা গেল, একটি যুবতী স্ত্রীলোক আসিয়া হী—র তত্ত্বাবধান করিতেছে। অন্তর্যামী শ্রীল বাবাজী মহারাজ উহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে হী—এর সেবা করিতেছে?" সেবক বলিল—"আমিই হী—এর সেবা করি, আর কেহ করে না" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আর কি কেহ হী—এর নিকট আসে না?" তখন উক্ত সেবক বলিল,—"হাঁ, একটি স্ত্রীলোক আসেন।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত সেবকটিকে বলিলেন,—"যখন ঐ স্ত্রীলোকটি নিজ হইতে আসিয়া হী—এর সেবা করিতেছে, তখন তুমি আর কিছুতেই হী—এর কাছে যাইবে না।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন হী—কে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি যদি এখানে থাক, তবে আমাকে পনরটি টাকা দিতে হইবে, টাকা দিতে না পারিলে এখনই অন্যত্র চলিয়া যাও; কারণ, তুমি যদি মরিয়া যাও, তখন তোমাকে ফেলিবার জন্য পনর টাকা খরচ পড়িবে!"

ইহার পর শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"ইহাকে আমার এখানে স্থান না দিলে স্ত্রী-

লোকটি হী—ক্রমশঃ নিজের গৃহে লইয়া যাইবে,—এরূপ তাহার ইচ্ছা আছে; তাহা হইলেই স্বচ্ছন্দে উহার সেবা করিতে পারিবে।" হী— অনেক কষ্টভোগের পর রোগমুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ হী—কে উপেক্ষা করিয়া তাহার বৃন্দাবন-গমনে কোন বাধাই দিলেন না। বৃন্দাবনে কুসুমসরোবরে বাবাজী মহারাজের পূর্ব্ব-পরিচিত দী—দাস-নামে এক ব্যক্তির নিকট হী—বাস করিতে লাগিল। বন পরিক্রমা করিয়া একদিন দী—র নিকট আসিয়া বলিল,—"আমি ভেক গ্রহণ করিয়া পরস্ত্রীসঙ্গ করিয়াছি, আমার কি উপায় হইবে বলুন।" দী—বলিল,—"তুমি **প্রাণত্যাগ কর, তদ্ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহাই মহাপ্রভুর ব্যবস্থা।**" হী—তখন গোবর্দ্ধন হইতে একতোলা আফিং আনিয়া তাহা ভক্ষণ করিল এবং ঘর্ম্মাক্ত—কম্পিতকলেবরে পুনরায় দী—র নিকট আসিয়া তাহার প্রাণত্যাগার্থ আফিং সেবনের কথা জানাইল। কিছু সময়ের মধ্যে সে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে দী—রও মরণাপন্ন ব্যাধি উপস্থিত হইল। —গোস্বামী তখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তিনি দী—কে চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন। দী—সুস্থ হইয়া পুনরায় নবদ্বীপে শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইল।

তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তুমি অন্যত্র গিয়া অবস্থান কর, আমার কাছে থাকিলে তোমার প্রাণ থাকিবে না; কারণ, আমার নিকট এখন দুইজন দস্যু আছে। একজনের নাম—ন—, আর একজনের নাম ল—। ইহারা আমার সেবা করে বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করিয়া আমার নিকট আছে। ইহারা রাত্রিকালে কোথায় থাকে, তাহা জানি না। একদিন গভীর রাত্রে আমি জলের জন্য তাহাদিগকে ডাকিতেছিলাম। অনেকবার চীৎকার করিয়াও তাহাদের কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না। পরদিন তাহাদিগকে এই কথা জানাইলে তাহারা বলিল—"আমরা ত' কিছুই শুনিতে পাই নাই। এদিকে দী—দাস শ্রীল বাবাজী মহারাজের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া একটি স্ত্রীলোকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একদিন কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজকে জানাইলেন,-'দী—দাসকে যুবতী স্ত্রীলোকেরা সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে।' তাহা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"আমার কাছে কখনও ঐসকল কথা বলিও না। দী—র নিকট কুসুমসরোবরে আর একটি ভেকধারী থাকিত, সে ব্যক্তিও শ্রীল বাবাজী মহারাজের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছিল। শুনা যায়, কুসুমসরোবরে রাত্রিকালে কতকগুলি দস্যু উক্ত

ভেকধারীর চক্ষু উৎপাটন করিয়া উহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। উক্ত ভেকধারী নাকি কিছু চোরাই মাল গোপনে তাহার নিটক রাখিয়াছিল। এজন্যই দস্যুরা তাহাকে ঐরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

অনুকরণাপরাধে যোষিৎসঙ্গে রতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের এই সকল উদাহরণ হইতে জানা যায় যে, যাহারা মহাভাগবতের সেবার ছলনা করিয়া তাঁহার সহিত কপটতা করে, তাহাদের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ! প্রকৃত-সাধুর উপদেশ শ্রবণ না করিয়া ধর্ম্মধ্বজিগণের সঙ্গ ও কপটতা করিয়া বৈষ্ণব-সজ্জা ও ত্যাগীর পোষাক গ্রহণ করিলেও কেহ মঙ্গল লাভ করিতে পারে না; পরন্তু ভয়াবহ অকল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর সহিত যাহারা কোন-না-কোন ভাবে কপটতা করিয়াছে, তাহাদেরই নানা-প্রকার বিষয়াসক্তি, যোষিৎসঙ্গে রতি ও অপরাধফলে অধঃপতন হইয়াছে। নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধের ফলে সময় সময় সর্ব্বনাশ হয়।

শ্রীল গৌরকিশোর ও মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র

এক সময় কাশিমবাজারের স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে ওঁ

বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের গুরুপাদপদ্মরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণব জানিয়া কাশিমবাজারের প্রাসাদে বৈষ্ণব(?)সম্মিলনীতে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সকাতর প্রার্থনায় আর্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন, —'আপনি যদি আমার সঙ্গ চাহেন, তাহা হইলে আপনার সমস্ত সম্পত্তি গোমস্তাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই নবদ্বীপের গঙ্গার তটে একটি ছই বাঁধিয়া আমার সঙ্গে বাস করুন। আপনার ভোজনের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না, আমি মাধুকরী করিয়া আপনাকে খাওয়াইব। তখন আপনার ভজনময় কুটীরের প্রাঙ্গণে নিত্য নিমন্ত্রিত হইয়া আমি আবদ্ধ থাকিব। কিন্তু যদি এখন আমি আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে আপনার ইন্দ্রপ্রাসাদোপম ভবনে গমন করি, তাহা হইলে কএকদিনের মধ্যেই আমিও আমাকে রাজার প্রতিযোগী মনে করিয়া অনেক ভূমি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িব। তাহাতে এই ফল হইবে যে, কৃষ্ণভজনের পরিবর্ত্তে বিষয়-ভজনের স্পৃহা আমার হৃদয়ে উদিত হইবে এবং তৎফলে ক্রমশঃ আমি আমাকে বৈষ্ণব-রাজার হিংসার পাত্র করিয়া তুলিব। কাজেই যদি আপনার সহিত আমার নিত্য প্রণয় রাখিতে হয়, এবং বৈষ্ণব-বন্ধু আপনি যদি আমার প্রতি কোন কৃপা প্রকাশ করিতে সত্য সত্যই ইচ্ছা করেন,

তবে বিশ্বম্ভরের এই অপ্রাকৃতধামে বাস ও মাধুকরী দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়া অনুক্ষণ হরিভজন করাই কর্ত্তব্য।'

* * * *

"গোপনেতে অত্যাচার"

কুলিয়া-নবদ্বীপ-প্রবাসী কোন এক বিচক্ষণ কৌপীনধারী ও বিশেষ সম্মানিত পণ্ডিত-বাবাজীর আভ্যন্তরীণ চরিত্রে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু একদিন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট কালপাড়ের সূক্ষ্ম ধূতি ও চাদর কোঁচাইয়া পরিধানপূর্ব্বক স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহারাজের ঐরূপ অভাবনীয় বেষপরিবর্ত্তন দেখিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,—"আমরা শ্রীচৈতন্যের বেষ গ্রহণ করিয়া গোপনে পরস্ত্রীসঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ নহি। কাজেই আমাদের পক্ষে ঐ বেগ গ্রহণ করিয়া গোপনে ব্যভিচার করা অপেক্ষা বিলাসী বৃষলীপতির অনুরূপ বেষ গ্রহণ করিলে অন্ততঃ কপটতার হস্ত হইতে মুক্ত থাকিব।" শ্রীল বাবাজী মহারাজের ঐরূপ কৌশলপূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচার সম্প্রদায়ের ধর্ম্মধ্বজিতার উপর লগুড় নিক্ষেপ করিয়াছিল।

* * * *

শ্রীগৌরকিশোর আচার্য্য-চরণে অপরাধের ফল

'অযাত্রা' প— নামক এক ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে কিছুদিন বাস করিয়াছিল। সে মায়াপুর হইতে চলিয়া আসে। পরে আর একদিন শ্রীমায়াপুর হইতে ভিক্ষা করিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীমায়াপুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে প—বলিল,—"আমি আর মায়াপুরে যাইব না; কারণ, সরস্বতী প্রভৃতি বৈকুণ্ঠের ব্যক্তি; তাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাবাপন্ন। আমরা ব্রজভজনকারী, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন নাই।" ইহা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"টিটিরপাখী সাগর লঙ্ঘন করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয়। তুমি যদি বাঁচিতে চাও, তবে অনিন্দক ও তৃণাদপি সুনীচ হইয়া দিবারাত্র হরিনাম গ্রহণ কর, সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবাপরাধ পরিত্যাগ কর। তুমি নরকে থাকিয়া ব্রজের সংবাদ জানিবে? বৈকুণ্ঠে সরস্বতী আছেন, আবার বৃন্দাবনেও সরস্বতী আছেন। তোমার কাঁধে পিশাচী চাপিয়াছে? তুমি কিরূপে ব্রজের সরস্বতীর কথা জানিবে?" তখন প— বলিল,—'আমি আপনার নিকট নবদ্বীপে থাকিব।' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তুমি নবদ্বীপে বাস করিতে পারিবে না। বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করিয়া কেহ নবদ্বীপে

বাস করিতে পারে না। যোগমায়াপুরের চরণে তোমার অপরাধ হইয়াছে। তোমার অধঃপতন অনিবার্য্য। আমি শ্রীমায়াপুরেও আছি, নবদ্বীপেও আছি। যাহারা শ্রীমায়াপুরের প্রতি বিদ্বেষ করিবে, তাহাদের নবদ্বীপ-বাস হইবে না। শ্রীমায়াপুর শচীনন্দনের জন্মস্থান, উহা চিন্ময় ধাম। সেখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও সরস্বতী প্রভু কিরূপ শুদ্ধভাবে হরিভজনের আদর্শ দেখাইয়াছেন! তোমার সে সকল দেখিবার চক্ষু হইল না!! তুমি এক বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া আর এক বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনার ছলনা করিতেছ।"

সত্যসত্যই শ্রীল বাবাজী মহারাজের কথানুসারে দেখা গিয়াছে, ঐ ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গী ও পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছে এবং ভিক্ষা করিয়া অবৈধ পরস্ত্রীর বিলাসোপকরণ সংগ্রহ করিতেছে! মহতের চরণে অপরাধের হইাই প্রত্যক্ষ ফল।

* * * *

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"

অন্য এক সময়ে উক্ত প— শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর প্রেষ্ঠ কোন এক মহাপুরুষের সম্বন্ধে বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া বলিল,—"আপনি যাঁহাকে একান্ত ভক্তিমান্ বলেন ও 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন, তিনি বিষয়ে অত্যন্ত

আসক্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার ঘোর বিষয়ী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা!' এই কথায় শ্রীল বাবাজী মহারাজ এরূপ গম্ভীরভাবে মৌন অবলম্বন করিলেন যে,তাঁহার সেই মৌনমুখর ভাব দেখিয়া নিকটস্থ সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই প—কে অবিলম্বে সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। সে-দিন শ্রীল বাবাজী মহারাজে শ্রীমৎঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কথিত—"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥"—এই উক্তিটি মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। প—চলিয়া গেলে বাবাজী মহারজ ভক্তদ্বেষিজনে ক্রোধকম্পিত-কলেবরে বলিতে লাগিলেন,—"এই পাষণ্ডের নিজেরই বিষয়ে লোভ হইয়াছে, তাই নিজের অনর্থ বৈষ্ণবের কাঁধে চাপাইয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিতেছে। বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণ-বিষয়ের সেবায় আসক্তি-ব্যতীত জড়বিষয়ে লোভ করেন না। যাহার বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও আসক্তি থাকে, তাহার হৃদয়ে কখনও প্রেমভক্তি উদিত হইতে পারে না। হরিসম্বন্ধি-বিষয়ে প্রচুর আসক্তি ব্যতীত অকৃত্রিম প্রেমভক্তির লক্ষণ বিশুদ্ধভাবে বুঝা যায় না। শ্রীরাধারাণীতে ও শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার প্রগাঢ় প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার হরিসেবা ও বৈষ্ণবসেবার অনুকূল বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক

প্রগাঢ় আসক্তি প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের বিষয়ে হরিভক্তের সেবার আনুকূল্য ব্যতীত কখনও নিজের বা আত্মীয়স্বজনের ভোগের নিমিত্ত নির্ব্বন্ধযুক্ত হয় না। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়ে বিষয়ী অপেক্ষাও অধিকতর আসক্তি দেখিয়া ভোগী ও ত্যাগী লোক মনে করিয়া থাকে যে, প্রেমিক ভক্তের জড়বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে। বস্তুতঃ যাহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধি-বিষয়ে প্রগাঢ় আসক্তি উদিত হয় নাই, তাহাদের কৃষ্ণে আসক্তির অভিনয় কেবল কপটতা। যে-ব্যক্তি একান্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করে, প্রিয়জন হইলেও তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ করা উচিত; অতএব আমি আর ঐ পাষণ্ডের মুখ দর্শন করিব না।"

* * * *

মহাভাগবতের আসক্তি

এক সময় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব একটি মূল্যবান্ শাল উপহার দিতে আসিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ঐ শালটি গ্রহণ করিয়া উহাকে সযত্নে রাখিলেন এবং ঐ শালদাতাকে খুব প্রশংসা করিলেন। আর একবার আর একজন গৃহস্থ-বৈষ্ণব বাবাজী মহারাজকে কএকটি টাকা দিতে আসিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সাদরে হাত বাড়াইয়া টাকা কয়টি গ্রহণ করিলেন এবং

তাঁহার বহির্ব্বাসের অঞ্চলে ৪।৫টি গ্রন্থি দিয়া সযত্নে রাখিলেন। টাকাগুলি অঞ্চলে সুরক্ষিত আছে কি না, হাত দিয়া পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। কলিকাতার কোন এক বিষয়-ধুরন্ধর ধনী ব্যক্তি ইহা লক্ষ্য করিয়া, শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রতি তাঁহার ইতঃপূর্ব্বে যাহা কিছু শ্রদ্ধার লেশ ছিল, তাহাও হারাইলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কিছুদিন পরে ঐ শাল ও টাকা অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে স্বেচ্ছায় দিয়া দিলেন। যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সহিত কলিকাতায় ঐ বিষয়ীর সাক্ষাৎকার হইল, তখন তিনি বলিলেন,—"আমি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে দেখিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম, তিনি কত যত্নের সহিত শাল ও টাকা গ্রহণ করিতেছেন এবং দাতাকে খুব খোসামোদ করিতেছেন। ইনি কিরূপ সাধু বুঝিলাম না।" বিষয়ী ধনী ব্যক্তির মুখে এই কথা শুনিয়া আমাদের শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—"আপনি তাঁহার প্রথম অভিনয় মাত্র দেখিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বিষয়ে ও কৃষ্ণ-সেবায়ই তিনি আসক্তি দেখাইয়াছেন। আর আমরা আমাদের ভোগ্যবিষয়-সেবায় কত আসক্তি দেখাই? যাহারা অর্থপ্রিয় মূঢ় ব্যক্তি, তাহারাই শ্রীল বাবাজী মহারাজের অর্থে প্রচুর লোভ আছে, মনে করে। তিনি বৈষ্ণব-সেবার আনুকূল্যকারী ব্যক্তির

প্রশংসা করিয়াছেন, আর আমরা নিজের ভোগের ইন্ধন-যোগানদারের খোসামোদ করিয়া থাকি। কামুকগণ যেরূপ সর্ব্বত্র কামিনীময় জগৎ দর্শন করে, ভোগী ও ত্যাগী কৃষ্ণাভক্তগণও তদ্রূপ মহাভাগবতের কৃষ্ণ-সম্বন্ধি-বিষয়ানুরাগকে অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাকে জড় বিষয়াসক্তি বলিয়া মনে করে।"

* * * *

সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে নিষ্ঠা

জাগতিক সুনীতি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির অনেক ঊর্দ্ধে ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবা অবস্থিতা। এই আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একটি লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নিত্যসিদ্ধ পবিত্র-চরিত্র; বৃহদ্‌ব্রতী ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যখন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ-মত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন, তখন প্রথম দিন শ্রীল গৌরকিশোর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে বলেন, "আমি আপনাকে কৃপা করিব কিনা তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলিতে পারিব না।" দ্বিতীয় দিন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর নিটক উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন—"আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে

ভুলিয়া গিয়াছি।” শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন.–“আপনার কৃপা না পাইলে আমি জীবন ধারণ করিব না।” তৃতীয় দিন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন সুনীতি বা পাণ্ডিত্য ভগবদ্ভক্তির নিকট অতি তুচ্ছ।” ইহা শুনিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর একটু অভিমানভরে বলিলেন, “আপনি কপটচূড়ামণি কৃষ্ণের ভজন করেন বলিয়া কি আমার সহিতও ছলনা করিতেছেন? আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের কৃপা প্রাপ্ত না হইলে আমি এই জীবন রাখিব না! গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজাচার্য্য অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পরে গোষ্ঠীপূর্ণের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। আমিও তদ্রূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপালাভ একদিন না একদিন করিবই করিব। ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।” ইহাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে নিজ পদধূলিতে অভিষিক্ত করিলেন এবং সেইদিনই গোদ্রুমের স্বানন্দসুখদকুঞ্জে তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

* * * *
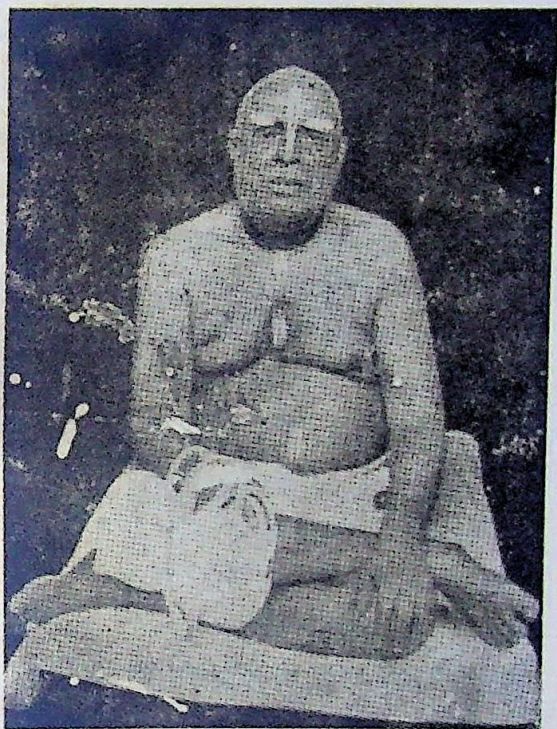
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
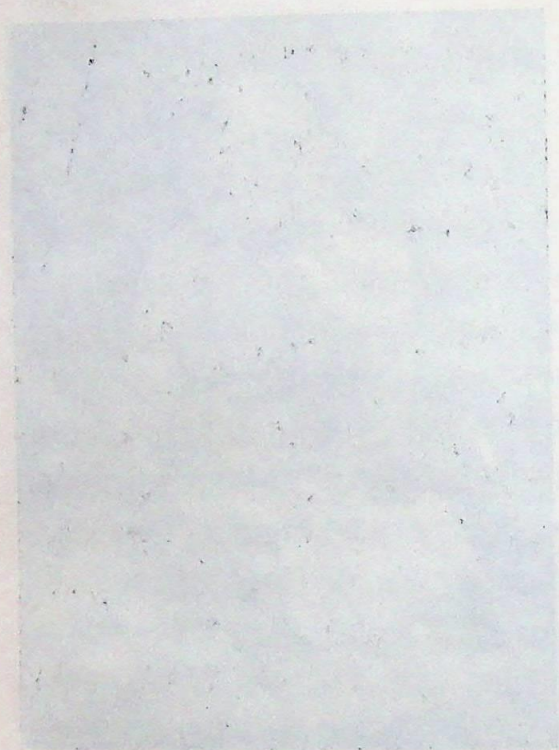
কৃত্রিম বৈরাগ্যের দম্ভ

শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্যাভিমানী গোপালদাস বাবাজী নামক এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বৈরাগ্যের কৃত্রিম অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন। গোপালদাস সর্ব্বক্ষণ ভজনে নিবিষ্ট—ইহা প্রদর্শনের জন্য শ্রীধামে যেস্থানে তিনি থাকিতেন, তথায় যে সকল ফলের বাগান ছিল, গাভী, ছাগাদি আসিয়া উহা নষ্ট করিলেও গোপালদাস ঐ সকলের প্রতি উদাসীন থাকিতেন। সর্ব্বদাই নামে নিবিষ্ট আছেন; সুতরাং ঐ সকল বাহ্য কার্য্যে তাঁহার কোন অনুরাগ নাই—এইরূপ অভিনয় করিতেন।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর বৈরাগ্য—ইহা তিনি একদিন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুকে জ্ঞাপন করিয়া দম্ভ প্রকাশ করায় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার নিত্য মঙ্গলবিধানের জন্য তাঁহাকে শাসনমুখে স্বীয় প্রভু শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিত ও অলৌকিক কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা-মূলে বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। গোপালদাস শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গিয়া আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদুত্তরে গোপালদাসকে জানাইলেন

—"সরস্বতীর শাসন ও উপদেশ শুনিলেই তোমার মঙ্গল হইবে।" শ্রীমায়াপুরের প্রাচীন মুসলমানগণ পর্য্যন্ত শ্রীল গৌরকিশোর ও গোপালদাসের বৈরাগ্যের অভিনয়ের মধ্যে যে, একটি আসল আর একটি নকল, ইহা পরস্পর বলাবলি করিতেন। মহাভাগবতের বৈরাগ্যের অনুকরণ করিলেই বৈরাগী ও ভজনানন্দী হওয়া যায় না।

*　　　*　　　*

কপটতা-যুক্ত কৃপাযাচ্ঞা

'অযাত্রা' প—হরিভজন করিবার ছলনায় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়াছিল। 'অযাত্রা' শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট যাতায়াত করিত; কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর উক্ত অযাত্রাকে বিশেষ আমল দিতেন না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিশেষ প্রিয় বলিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট উক্ত 'অযাত্রা' প্রায়ই আবেদন করিত যে, যদি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুকে একটু বলিয়া দেন, তবে তিনি অযাত্রাকে কৃপা করিতে পারেন। এইরূপ বারংবার আবেদন শুনিয়া একদিন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট 'অযাত্রা'র আবেদন জানাইলেন ও তাহাকে কৃপা

করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে ‘অযাত্রা’র কপটতার কথা জানাইয়া বলিলেন যে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ন্যায় ঐকান্তিক অকপট বৈষ্ণবের ঐরূপ কপট ব্যক্তির জন্য অনুরোধ করা ভাল হয় নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌরকিশোর শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে অনেক কথা বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরকিশোর নিজের পদযুগল হইতে প্রচুর পদধূলি লইয়া শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের মস্তকে লেপন করিয়া প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, আপনি নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ, তাই আপনার হৃদয় সকল জীবের দুঃখে বিগলিত হয়; কিন্তু প—অত্যন্ত কপট ও পাষণ্ড। সে নিজের মঙ্গল চাহে না। আমার সহিত ছলনা করিবার জন্য আমার কৃপাভিক্ষার অভিনয় করে।

‘অযাত্রা’ প—সত্যসত্যই একদিন পাষণ্ডতার চরম আদর্শ প্রকাশ করিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে দেখাইয়া একটি মড়ার খুলিতে জল ঢালিয়া জল পান করিতে করিতে বলিল: “দেখুন, আমি শ্রীগৌরকিশোর প্রভু হইতে অধিক বৈরাগ্যবান্। তিনি কি মড়ার খুলিতে জল পান করিতে পারেন?” ইহা শুনিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন, “পাষণ্ড! তুই এখনই দূর হ’। ঐরূপ ঘৃণ্য কাপালিকগিরি আমার প্রভু কেন করিবেন? তুই পিশাচ, পাষণ্ড। তাই

ঐসকল কার্য্যে তোর রুচি হইয়াছে। তোর নরক অবশ্য-স্তাবী।" মহতের চরণে অপরাধ ও দম্ভের ফলে 'অযাত্রা' প—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী হইয়া পড়িল ও অবৈধ কামিনীর কেশবিন্যাসের নারিকেল তৈল সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিল।

* * * *

শ্রীনামভজনেই ঐকান্তিকতা

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর গুরুস্থানীয় কোন প্রাচীন বৈষ্ণব একান্তভাবে সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামভজনময় আচরণের আদর্শ প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে অর্চ্চনকার্য্যে রত হইয়াছিলেন। কুলিয়ায় অবস্থানকালে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে বলিয়াছিলেন, "* * প্রভু কিনা শেষকালে অর্চ্চন করিতে গেলেন!" তাহা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"আপনি কি আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন? আপনার গুরুস্থানীয় ব্যক্তির আচারের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে না।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি এসম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।" শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক হরিভজনকারীর একমাত্র শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত অর্চ্চনাদি আরম্ভের আবাহনে নিরপেক্ষতা সঙ্কুচিত হইতে পারে, এই বিচারেই ঐরূপ উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

* * * *

প্রেম ও কাম

একবার কোনও এক (পণ্ডিত গোস্বামি-সন্তান) কুলিয়া নবদ্বীপে "ভ্রমরগীতা" পাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুই তিন দিন পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবার পর শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভুর নিকট সংবাদ আসিল,—এইবার নবদ্বীপে যে ভ্রমরগীতার ব্যাখ্যা হইতেছে, এরূপ ব্যাখ্যা নবদ্বীপে কেহ কোন দিন শ্রবণ করেন নাই।' যিনি এই কথা বলিতে-ছিলেন, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি পুনর্ব্বার ঐ ভ্রমরগীতা-পাঠ শুনিতে যাইও না। দেখ, যখন বর্ষা হয়, তখন মাটীতে আগাছার যে সকল বীজ থাকে, ঐ গুলি খুব শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে। অতি যত্নে রোপিত বীজ হইতেও অঙ্কুর উদ্গত হয়, আবার কোন কোন অঙ্কুর অকালেই বিনষ্ট হয়। যাঁহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহাতে কোনপ্রকার কামনা বা অন্যাভিলাষ নাই, যিনি কেবল গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় সতত নিষ্ঠাযুক্ত, সেইরূপ অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে হরিনাম-কীর্ত্তনমুখে লীলা-শ্রবণের দ্বারা প্রেমাঙ্কুরের উদ্গম হয়; কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে কামের বীজ ছড়ান আছে, তাহারা রাধা-কৃষ্ণের বিলাস-লীলা (?) শ্রবণের (?) ফলে তৎক্ষণাৎ কামের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়। রাধাকৃষ্ণ-লীলা-শ্রবণের অভিনয় করিয়া তাহাদের কামের আগাছাগুলি

আরও অধিক বাড়িতে থাকে। বহির্ম্মুখ জীবের চিত্ত স্বভাবতঃই কামাচ্ছন্ন থাকায় তাহারা রাধা-গোবিন্দের লীলাকেও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামবৃত্তির মত গ্রহণ করে। যাঁহারা মনে করেন যে,—'তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণের লীলায় শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে 'প্রাকৃত' মনে করেন না, অপ্রাকৃতই জানেন', তাঁহারাও তাঁহাদের কামাসক্তিকে মায়ার প্রভাবে ধরিতে পারেন না। কেবল মুখে 'অপ্রাকৃত' বলিলে বা আপনাকে 'শ্রদ্ধান্বিত' জানিলে তাহাকে 'অপ্রাকৃত' বা শ্রদ্ধান্বিত' বলা যায় না।"

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত অন্য এক ব্যক্তি বলিলেন,—"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহারা ঐ 'ভ্রমরগীতা'-পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দিব্যোন্মাদ হইয়াছিল, কেহ কেহ ভাবে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, কেহ বা 'হা রাধে' 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কত বিলাপ করিতেছিলেন।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"এগুলি দিব্যোন্মাদ নয়, এগুলি কামোন্মাদ, এইগুলিই জগন্নাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কান্না দেখিয়াই তুমি প্রেম চিনিয়া লইলে! যাহার নিজের প্রেম হয় নাই, সে মায়ার দর্শনের দ্বারা কি করিয়া প্রেম চিনিয়া লইবে? যে-সকল ব্যক্তির প্রেম হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের

আখড়া ও গৃহ ছাড়াইয়া এই গঙ্গার ধারে লইয়া আইস ও সমস্ত বিষয়-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে ভজন আশ্রয় করিতে বল। কএক বৎসর এইরূপ টিঁকিয়া থাকিতে পারিলে পরে দেখা যাইবে, তাহারা কতটা ভ্রমরগীতা-শ্রবণের জন্য ব্যাকুল !"

* * * *

প্রকৃত মাধুকরী বৃত্তি কি ?

* * সাহা নামক একব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভুর জন্য কএকসের করিয়া চাউল স্বেচ্ছায় পাঠাইতেছিলেন, এইরূপ অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তিও শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার জন্য কিছু কিছু চাউল প্রায়ই দিয়া যাইতেন। কুলিয়া নবদ্বীপের রাণীর ধর্ম্মশালায় একটি কুঠরীতে এই সমস্ত চাউল জমিতেছিল। * * সাহার চাউল নিয়মিতভাবে আসিবার প্রায় দুইমাস পরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহা দেখিতে পাইলেন ও * * সাহার নিকট লোক পাঠাইয়া বলিলেন যে, তিনি যেন আর চাউল না পাঠান। ইহা জানিবামাত্র উক্ত সাহা মহাশয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—'প্রভো, আমার কি অপরাধ হইয়াছে যে, আপনি আমার নিকট হইতে মাধুকরীগ্রহণ বন্ধ করিলেন ?' বাবাজী মহারাজ বলিলেন,— "আমার গুরুদেব আমাকে 'পালাগরু' হইতে নিষেধ করিয়াছেন, 'পালাগরু'

অপেক্ষা 'ধর্ম্মের ষাঁড় হওয়া বরং সুবিধাজনক।" শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই কথা শুনিয়া একব্যক্তি 'পালাগরু' শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে চাহিলেন। বাবাজী মহারাজ 'পালাগরু' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিলেন, "গৃহস্থ যে গরুকে নিজের তত্ত্বাবধানে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া পালন ও দোহন করে, উহাকে বা হালের গরুকে 'পালাগরু' বলে। যাহারা একজনের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উদর পূর্ত্তি করে, তাহারাই পালাগরুর মত পালকের অধীনস্থ হইয়া পড়ে। পালক ঋণগ্রস্ত হইলে পাওনাদার মহারাজগণ ঐ গরুকে বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা আদায় করে। আর ধর্ম্মের ষাঁড় কোন ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকে না। সে এক্ষেতে ওক্ষেতে খাইয়া দেহপুষ্টি করে, কখনও কখনও দু'একটা কিল ঘুষি খাইলেও পালাগরুর মত আজীবন বদ্ধ হইয়া থাকে না। আর যাহারা দুষ্টগরুর প্রতিপালক, তাহাদেরও মাঝে মাঝে গরুর উপদ্রবে জরিমানা দিতে হয়। নির্ব্বন্ধ করিয়া কাহারও দ্রব্যের আশা করা পালাগরুর অবস্থা। আজকাল অনেকেই 'মাধুকরী' কথাটি শিখিয়াছে। বাবাজীরা বলিয়া থাকে যে, তাহারা মাধুকরী গ্রহণ করে' মাধুকরী নির্গুণবৃত্তি। যাঁহারা প্রকৃত মাধুকরী গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণে শরণাগতি প্রবল হয়, দেহস্মৃতি বিনষ্ট হয়; সংসারী ও বিষয়িগণের ন্যায়

প্রকৃত মাধুকরী বৃত্তি কি ?

জিহ্বা-লাম্পট্য, উপস্থ-লাম্পট্য ও চিরকাল সংসারে বদ্ধ থাকিবার পিপাসা বিদূরিত হইয়া যায়। যাহারা ব্রজে বা নবদ্বীপে থাকিয়া ভজন করিবার ছলে বি ষয়ীর বৃত্তি-ভোগী, তাহারা 'পালাগরু'। আর যাহারা এক্ষেত ওক্ষেতে চরিয়া ভাল ভাল খাইবার পিপাসায় মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, মনে করে, তাহারা 'ধর্ম্মের ষাঁড়'। ভক্তিবিনোদ প্রভু যে গান রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মাধুকরী-বৃত্তির কথা আছে,—

কবে গৌরবনে সুরধুনী-তটে,
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহ সুখ ছাড়ি'
নানা-লতা-তরু-তলে॥
(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
(কবে) ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত বেশ॥

(কবে) গৌর-ব্রজবনে ভেদ্ না হেরিব,
হইব বরজ-বাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥

* * * *

বিবাহিতের কর্তব্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাশ্রিত কলিকাতার কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি নুতন বিবাহ করিবার পর তাঁহার বিবাহিত জীবনে কিরূপভাবে হরিভজন হইবার সুযোগ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিবাহিত জীবনে হরিভজনের অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে জানাইলে সেই ব্যক্তি বিশেষ দুঃখিত হন। ইহার পরে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত উক্ত ব্যক্তি একদিন কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির বিবাহের কথা উত্থাপন হইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"বেশ * * বাবু বিবাহ করিয়াছেন ত' ভালই, এখন তিনি প্রত্যহ নিজ-হস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে

নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করাইয়া 'বৈষ্ণব'-বুদ্ধিতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার প্রতি ভোগ্যবুদ্ধির পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণদাস' বিচারে গুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই * * বাবুর মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন-রত্ন-স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই একমাত্র কৃষ্ণেরই সেবায় লাগাইয়া দিন। স্ত্রী বা নিজ-সেবিকা না বুঝিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণের সেবিকা' বুদ্ধিতে সম্মান করুন।"

"রিটার্ণ টিকেট"

এক সময় শ্রীযুক্ত * * বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ; বি-এল্ মহাশয় শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিতে কলিকাতা হইতে কুলিয়ায় যান। তাঁহার সঙ্গী কেহ কেহ শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট * * বাবুর পরিচয় করাইয়া দিলে বাবাজী মহারাজ * * বাবুকে বলিলেন,—'বেশ ভাল, এখানে আসিয়াছেন, এখন এখানে থাকিয়া হরি-ভজন করুন। ** বাবু বলিলেন,—'আমি ত' কলিকাতা হইতে রিটার্ণ টিকেট করিয়া আসিয়াছি।' ইহাতে বাবাজী মহারাজ যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—'আপনি রিটার্ণ টিকেট করিয়া আসিয়াছেন! তাহা হইলে আমার নিকট আসিলেন কেন? ফিরিয়া চলিয়া যাইবার জন্য আমার

নিকট আসা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা চিরতরে আসিয়া হরিভজন করিবেন, তাঁহারাই শ্রীধামে আসেন, আমি জানিতাম।'

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ইহা-দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমরা কেবল কৌতূহল-নিবারণোদ্দেশ্যে সাধুর চেহারামাত্র দেখিবার জন্য যে অন্যাভিলাষ লইয়া সাধুর নিকটে যাই বা কেবলমাত্র দেশ দেখিবার জন্য তীর্থে গমন করি তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ বা তীর্থ-পর্য্যটনের ফল-লাভ হয় না ; তীর্থ-গমনের মুখ্য ফল—সাধুসঙ্গ-লাভ। অকৃত্রিম সাধুর শ্রীচরণে চিরতরে অহৈতুকভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে প্রকৃত-সাধুসঙ্গ হয় না। প্রকৃত সাধুর শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ-পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-প্রবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ সাধুর আদর্শের অনুগমনই—সাধুসঙ্গ। 'সঙ্গ' অর্থে —সম্যক্ গমন। রিটার্ণ টিকিট ক্রয় করিয়া সাধু-দর্শনে আগমন করিলে অর্থাৎ ভোগপর বিষয়-সেবায় পুনরায় ফিরিয়া যাইবার বুদ্ধি থাকিলে সাধুর চরণে আত্ম-সমর্পণ হয় না এবং অকৈতব হরিভজনের কথাও কর্ণে প্রবেশ করে না।

* * * *

বাহ্য পবিত্রতা ও বিষয়-বাসনা

একদিন নবদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ ভাগবত-ব্যবসায়ী গোস্বামি-নামধারী ব্যক্তি লোমবস্ত্র পরিয়া শ্রীল গৌরকিশোর

প্রভুর নিকট আসিলেন। কথা-প্রসঙ্গে সাধকের পবিত্রতা-যাজন-সম্বন্ধে বিচার উঠিল। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে প্রশ্ন করার পর তিনি বলিলেন,—"অন্যাভিলাষী বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামিগণের পবিত্রতা-পালনের অভিনয় কিছু পবিত্রতা-যাজন নহে, উহা তাহাদের শত শত অপবিত্রতার স্তূপের উপর আর একটি অপবিত্রতামাত্র। শরীরের এক স্থানে যদি কুষ্ঠ হয়, তবে সমস্ত শরীরেই কুষ্ঠরোগ সঞ্চারিত হয়। লোম-বস্ত্র পরিয়া পায়খানায় যাইবার বা গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইবার বিচার যাহাদের প্রবল ; অথচ যাহাদের অন্তরে পূর্ণ-মাত্রায় বিষয়-বাসনা আছে, তাহারা মহা অপবিত্র—এতটা অপবিত্র যে, উহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না। যাহারা লোমবস্ত্র ও গরদের কাপড় পরিধান, আতপ অন্ন গ্রহণ, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি দ্বারা বাহিরে বৈষ্ণবতা ফলাইয়া অন্তরে বিষয় উপার্জ্জনকেই সার বুঝিয়া রাখিয়াছে, স্ত্রী, পুত্র, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সেবাই যাহাদের প্রিয় মনে হই-য়াছে, বৈষ্ণব-সেবা যাহাদের প্রিয় হয় নাই, তাহারা যে-কোন উপায়ে পবিত্র হইবার চেষ্টা করুক, সেই পবিত্রতা কৃষ্ণের সুখকর হয় না।"

* * * *

গৌর-জন্মস্থান

কোন এক ব্যক্তি নবদ্বীপের বড় আখড়ার নাট-মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণস্থিত একটি নিম্ববৃক্ষের মূলে ধূলটের মেলা উপলক্ষে একখানি টিনের চালা নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ কুটীর-মধ্যে এক বাল-গৌর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সকলের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ নিমতলাতেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। লুপ্ততীর্থ (?) উদ্ধারের জন্য সকলের নিকট অর্থ-সাহায্য যাচ্ঞা করিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের 'সিদ্ধবৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাতি আছে জানিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যাহাতে ঐ স্থানকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করেন, এই জন্য তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এই স্থানই প্রকৃত নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর, ইহা মহাপ্রভু স্বপ্নে জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে নবদ্বীপের পূর্ব্বপারে যে স্থান মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির স্থান অধিক প্রামাণিক। কেন না, এই স্থানে বণিক্‌পাড়া, শাঁখারীপাড়া, মালঞ্চপাড়া প্রভৃতি পল্লী এখনও বিখ্যাত রহিয়াছে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু

বলিলেন,—"যে সকল মহাজন ভজন-বলে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা প্রকৃত প্রামাণিক। কেবল স্বপ্নের দ্বারা লুপ্ততীর্থ ও মহাপ্রভুর স্থান প্রকাশিত হয় না। যাঁহাদের নিকট তীর্থ প্রকাশিত হন, তাঁহারা কখনও অর্থ-লাভের উদ্দেশ্যে তীর্থ উদ্ধার করেন না; গৌরাঙ্গের নিজ-জনই গৌরাঙ্গের স্থান উদ্ধার করিতে পারেন, অন্য আর কাহারও শক্তি নাই। জ্ঞান ও বিচার-শক্তিতে সাক্ষাৎ শঙ্কর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যেরূপ মহাপ্রভুকে জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়াছেন।" শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যে-দিন এই কথা বলিলেন, উহার পরের দিন শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ হাতে একখানি 'দা' লইয়া ঐ কল্পিত জন্মস্থান-প্রচারকের চালাঘরের বেড়া কাটিয়া দিতে লাগিলেন; অর্থাৎ মহাজনের অবৈধ অনুকরণ করিয়া ভণ্ড যে এইরূপ কার্য্য করিতেছে—ইহা সকলকে জানাইয়া দিলেন।

* * * *

নিষ্কিঞ্চনের মহোৎসব

একবার শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি উপস্থিত হইল; তাহার পূর্ব্বদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ এক

শ্রীগৌরকিশোর

ভক্তকে বলিলেন,—'আগামী কল্য শ্রীগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথি, আমরা মহোৎসব করিব। এই নবদ্বীপে গোস্বামিগণ কেহই উৎসব করেন না।' ভক্তটি বলিলেন,—'মহোৎসবের জিনিষপত্র কোথায় পাওয়া যাইবে, কি করিয়া উৎসব করিবেন?' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'কাহারও কাছে বলিও না, এক বেলা খাওয়া বাদ দিয়া কেবল হরিনাম করিব। আমাদের কাঙ্গালের ইহাই মহামহোৎসব।'

* * * *

বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে ?

কোন এক ব্যক্তি একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বৈষ্ণবের যে-সকল লক্ষণ পাঠ করিয়াছি, যাঁহাদিগকে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া শুনি, তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও চরিত্রের সহিত সেই লক্ষণ মিলে না; এমন কি, ঐ সকল মহাত্মা বৈষ্ণবের মধ্যে শাস্ত্রীয় লক্ষণের বিপরীত লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাহাতে আমরা সহজে নিঃসন্দেহে প্রকৃত বৈষ্ণব চিনিতে পারি, কৃপাপূর্ব্বক সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করুন।"

বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'যখন প্রকৃত বৈষ্ণব স্বেচ্ছা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা—এই দুইটি বৃত্তির অভূতপূর্ব্ব

যুগপৎ সমন্বয়ে জগতে আবির্ভূত হন, তখন সেই পরম-কারুণিক ভাগবত অত্যন্ত পতিত ও বহির্ম্মুখ জীবসকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে-কোন কুলে, যে-কোন স্থানে, যে-কোন কালে আত্মপ্রকাশ করেন। যখন সেই ভাগবতবর জীবসমূহে কৃষ্ণভক্তির সন্ধান দিবার জন্য নিজের প্রেমভক্তি-সম্পত্তি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে-মনে আশঙ্কা করেন,—আমার প্রিয়তম প্রাণ-সদৃশ বৈষ্ণবে যে সকল জীব আত্মসমর্পণ করে, সেই সকল ব্যক্তিগণের ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবে। আমার চিত্ত বৈষ্ণবে শরণাগত ব্যক্তিগণের অধীন হইয়া পড়িবে ও তাহারা ইচ্ছা-মাত্রই আমাকে তাহাদের কবলে কবলিত করিতে পারিবে। এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহতের লক্ষণসমূহকে সাধারণ লোক-চক্ষুর সম্মুখে কোন-কোন সময় আবৃত করেন। কৃষ্ণ এই ভাবে জীবের বাস্তব-সত্যের প্রতি অনুরাগকে পরীক্ষা ও অধিকতর প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের মায়াশক্তি-প্রভাবে অন্যাভিলাষী জীবসমূহ প্রকৃত বৈষ্ণবে মহতের লক্ষণ নাই, তদ্বিপরীত লক্ষণ আছে—এরূপও মনে করিয়া থাকে। অতএব পরম করুণাময় বৈষ্ণবের নিজ স্বতন্ত্রেচ্ছা ব্যতীত কেহ বৈষ্ণবের কোন লক্ষণ দর্শন করিবার বা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখিয়াও

বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। অনেক সময়, প্রকৃত বৈষ্ণব বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন। উহাদিগকে প্রতিষ্ঠা দিয়া উহাদের সঙ্গ হইতে যত্ন-পূর্ব্বক দূরে থাকেন। কখনও বা জনসঙ্গ-ভয়ে নিজ স্বাভাবিক লক্ষণসমূহ গোপন করিয়া থাকেন। কোন কোন লোককে বাহিরে শিষ্য করিবার অভিনয়, এবং তাহাদিগের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ বেষ্টিত থাকিবার অভিনয়, সকল কার্য্যে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিনয় ও তাহাদের সেবা-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও তাহাদের নিকট নিজের প্রকৃত স্বরূপের আচ্ছাদন করেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ব্রজ-মণ্ডলে কোন এক ভজনানন্দী বৈষ্ণব, শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে দূরবর্ত্তী কোন এক গ্রামে ভজন করিতেন, নানাপ্রকার অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের ব্যবহারিক (শারীরিক ও মান-সিক) দুঃখ নিবারণের ভরসা দিতেন। ক্রমে তাঁহার ঐরূপ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইলে লোকসমূহ তাঁহাকে "সিদ্ধ বাবাজী" বলিয়া দিবা-রাত্র ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি খুব বৈরাগ্যবান্, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাহীন, জীবের প্রতি দয়াময়, অদোষ-দর্শী পরম বৈষ্ণব—এইরূপ প্রতিষ্ঠা রটনা করিয়া বহুলোক তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। তখন উক্ত ভজনপরায়ণ

বৈষ্ণব কোন এক ধনী লোকের নিকট হইতে মাসিক কিছু অর্থ নির্ব্বন্ধ করিয়া সেই অর্থের দ্বারা এক ভাঙ্গীর (মেথরের) যুবতী স্ত্রীকে নিজের কুটীরের সম্মুখে সমস্ত দিন বসাইয়া রাখিলেন। ইহাতে লোকসকল উক্ত বৈষ্ণবকে স্ত্রী-সঙ্গী, অর্থলোভী প্রভৃতি মনে করিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। আবার কতকগুলি লোক ঐ ভজনানন্দী মহাত্মার নিকট হইতে কোন জাগতিক ফল পাইতে না দেখিয়া যাতায়াতও বন্ধ করিয়া দিল। বস্তুতঃ তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবগণ যখন করুণাবশতঃ আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থনা থাকিলে এবং গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দম্ভহীন ও দৈন্যপূর্ণ হইলে নিতাই-গৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব নিতাই-গৌরকে জানাইয়া দেন, আবার নিতাই-গৌরও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

এই দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

*　　*　　*　　*

মহাভাগবতের অনুকরণ

এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট আসিয়া হরিভজনের জন্য যত্ন করিবার অভিনয় করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই লোকে তাঁহাকে খুব সম্মান করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উক্ত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বিচার করিলেন যে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ যেরূপ ছই-এর মধ্যে বাস করেন, উক্ত ব্রহ্মচারীও সেইরূপ ছইএর মধ্যে থাকিবেন। ব্রহ্মচারী গোপনে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ছই নির্ম্মাণ করাইলেন এবং গঙ্গার ধারে ঐ ছই স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীল বাবাজী মহারাজের আদেশ লইয়া ছইয়ে প্রবেশ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর্যামী বাবাজী মহারাজ তৎপূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন,—ব্রহ্মচারী মহাশয়, আপনি ভজন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, ভাল, কিন্তু মায়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনি আরও অধিক মায়ায় জড়াইয়া যাইবেন, আপনি ছই পরিত্যাগ করিয়া গাছতলায় থাকিয়া ভজন করুন।" তখন বাবাজী মহারাজের অনুগতাভি-

মানী আর এক ব্যক্তি বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি পূর্ব্বে ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া হরিনাম করিবার কথা আমাদিগকে বলিতেন, এখন আবার গাছতলায় না গেলে হরিভজন হইবে না বলিতেছেন কেন?' ইহাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বিশেষ ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,- "আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম, এই দেহটা ঘর. 'আর চক্ষু দুইটি কবাট, যে ব্যক্তি কাঠপাথরের ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া কেবল চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া বৈষ্ণবের অনুকরণ শিক্ষা করে, তাহার ঘরের কবাট বন্ধ হয় না. তাহার পক্ষে বৃক্ষতল আশ্রয়ই একমাত্র উপায়। গুরু ও বৈষ্ণবের আজ্ঞা প্রতি-পালন করিলেই পরমকল্যাণ হয়, আর সেই আজ্ঞার প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবেও ক্রমে-ক্রমে আজ্ঞা-পালনের সামর্থ্য আসে। কিন্তু তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিলে, অতি শীঘ্রই পতন হয়।" ঐ ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ সকলকে বলিলেন,—'দেখ. লোকগুলির কি দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে! রাস্তার ধারে ছই স্থাপন করিয়াছে, লোকের নিকট সম্মান পাইবে— এই আশায়। দুই চারি দিন পরেই অর্থ-লাভের অভিলাষ জাগিয়া উঠিবে। যাদের মোট বহিবার পর্য্যন্ত অধিকার হয় নাই, তাহারা পরমহংসের আচরণের অধিকার লাভ করিতে চাহে!'

ইহার কিছুদিন পরেই উক্ত ব্রহ্মচারীর গৃহে ফিরিয়া যাইবার বাসনা জন্মিল।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত কোন এক ব্যক্তি উক্ত ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে বাবাজী মহারাজের নিকট প্রশ্ন করিলেন,—'ঐ ব্রহ্মচারী সাধুসঙ্গ করিয়াও মায়া-দ্বারা আক্রান্ত হইল কেন? সাধু-সঙ্গের ফল কি পাইবে না?' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—'সাধু-সঙ্গের অভিনয় সাধু-সঙ্গ নহে; **সাধুসঙ্গের ফল ফলিবার পূর্ব্বেই সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিলে সেই ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।** এখন তাহার এইটুকু হইয়াছে যে, সে হয় ত' আর মৎস্য, মাংস আহার করিবে না, কিংবা কএকটি বাহ্য সদাচার পালন করিবে, কিন্তু হরিভজনের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।'

* * * *

অন্যাভিলাষ

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু একবার রথযাত্রার পূর্ব্বদিন সকল লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আগামী কল্য আপনারা কে কোথায় রথযাত্রা দর্শন করিতে যাইবেন?' পোড়া-মা-তলায় একটি বৃহৎ রথ ও মেলা হয়, পূর্ব্বস্থলীতে জমিদার বাবুদের বাড়ীতেও একখানা রথ হয় সেখানে যদি

যান, তবে একটি করিয়া রসগোল্লা ও কিছু চিড়াদধি পাইতে পারেন।' এইরূপ পাঁচ সাত জায়গায় রথের খবর বাবাজী মহারাজ সকলকেই বলিয়া দিলেন। ঐ সকল লোক মনে করিল. বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে রথযাত্রার মেলায় যোগদানের জন্য প্ররোচনা দিতেছেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যভাগবত. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ হইত, উপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন লোক গ্রন্থ পড়িয়া যাইতেন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ সিদ্ধান্ত বলিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রহ্লাদ-চরিত্রটি পুনঃ-পুনঃ শ্রবণ করিতে চাহিতেন, বলিতেন, মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ প্রহ্লাদ-চরিত্র-শ্রবণ–লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কখনও বা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"-পাঠ শ্রবণ করিতেন ও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতেন। পাঠক কেবল গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাইতেন, বাবাজী মহারাজই প্রকৃতপক্ষে বক্তা ছিলেন। উক্ত রথযাত্রার দিন সকলেই রথের মেলা দর্শনে ব্যস্ত থাকায় পাঠকের অভাবে পাঠ বন্ধ থাকিল, সেদিন বাবাজী মহারাজ তাঁহার ছইএর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া বসিলেন ও বলিলেন,—"আজ প্রাণ পাইলাম, সব গিয়াছে, যাহারা হরিনামের নিকট অপরাধী, তাহারা সাধুসঙ্গে হরিকথা-

শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়িয়া রথযাত্রা দেখিবার ছলে যুবতী স্ত্রীলোক, লোক-সঙ্ঘট্ট ও ভোগের জিনিষগুলি দেখিতে যায়। লোক-গুলি বৈষ্ণবসঙ্গের ভাণ লইয়া আসে, কিন্তু আনুগত্য না থাকায় অন্যাভিলাষের স্রোতে ভাসিয়া যায়।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজে নিজেই খুব উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকগুলি রথযাত্রা দেখিয়া ক্রমে-ক্রমে বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বাবাজী মহারাজ খুব গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিলেন, কাহারও সহিত কোন কথা বলিলেন না।

* * * *

ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে গৌরকিশোর

কলিকাতা ভক্তিভবনের পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীভগবতী দেবী (শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সহধর্ম্মিণী) ও পরম-পূজনীয়া শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী দেবী মেজদিদি ঠাকুরাণী কুলিয়া-নবদ্বীপ গমন করিয়া শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতেন। একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তাঁহাদিগকে বলেন,—"আপনারা ঘরের ঠাকুরকে ছাড়িয়া কুলিয়ায় কি করিতে আসিয়াছেন? এখানে কি বাজার করিতে আসিয়াছেন,—না বাজারের ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছেন? আপনাদের গৃহে গৌরের যে অন্তরঙ্গ পার্ষদ
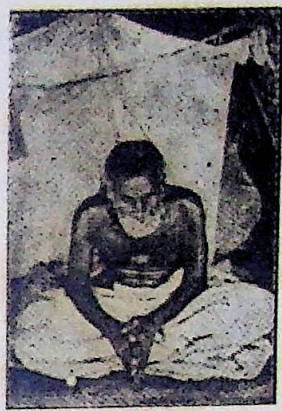
শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীল গৌরকিশোর

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
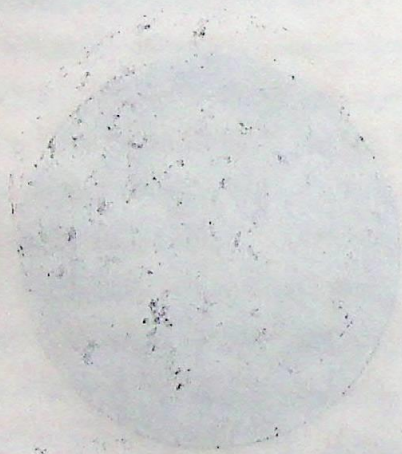
আবির্ভূত হইয়াছেন, যদি তাঁহাকে আরও কিছুদিন এখানে রাখিতে চান, তবে আপনারা গৃহে গিয়া একান্ত মনে হরিভজন করুন, নতুবা তাঁহাকে অধিক দিন রাখিতে পারিবেন না।

* * * *

বৈষ্ণবের বঞ্চনা-লীলা

শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর যখন অসুস্থের অভিনয় করিয়া কলিকাতার 'ভক্তিভবনে' অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন জনৈক লৌকিক গোস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে পরমহংস বাবাজী মহারাজ উক্ত গোঁসাজীকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—'আপনি কলিকাতায় গিয়া শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুকে মাথায় করিয়া মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা হইতে এই ধামে লইয়া আসুন।' উক্ত গোঁসাইজী লৌকিক সাধারণ বিচারানুসারে পরমমুক্ত গৌর-নিজ-জনের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার এই বিচার জানা ছিল না—

"তোমার (বৈষ্ণবের) হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।"

"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।"

মহাভাগবত বৈষ্ণব যে-স্থানেই অবস্থান করুন, সে-স্থানেই তিনি গোলোকের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা অবতরন করাইয়া অষ্টকাল তাঁহার অভীষ্ট ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "গৃহেতে গোলাক ভায়" প্রভৃতি উক্তি অপ্রাকৃত গৌর-নিজ-জনের স্বভজনের মধ্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের মাংস-চক্ষুর ভ্রান্ত দর্শন বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারাই এই আদর্শ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে পারেন। উক্ত লৌকিক গোঁসাইজী কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীধাম-নবদ্বীপ যাইবার জন্য পরমহংস বাবাজী মহারাজের অনুরোধ জানাইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বাবাজী মহারাজকে হরিভজনের জন্য আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ মহাভাগবত বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে অক্ষম উক্ত গোঁসাইজীকে সকল কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলেন,—বৈষ্ণবগণ আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তি দেখিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ন্যায়ানুসারে অনেক ভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। আমরা বৈষ্ণবের নিকট যেরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া যাই, তাহাতে আমরা মঙ্গল বরণ করিব না দেখিয়া **তাঁহারা আমাদের রুচির অনুকূল নানা কথা বলিয়া নিজেরা অন্তরে নির্ব্বিঘ্নে ভগবদ্-ভজনে নিযুক্ত থাকেন।** শ্রীল পরমহংস

শ্রীগৌরকিশোরের আশীর্ব্বাদ

গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ রুচি লইয়া যাইতেন, সেইরূপ রুচির কথা শুনিয়াই বঞ্চিত হইয়া আসিতেন। ধান, চাউল, তিল, সুপারী, আলু, পটলের গল্প শুনিয়া অনেকে অধিকতর বিষয়ে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করিতেন। ভোগোন্মুখ কপটতাময় চিত্তবৃত্তি লইয়া কখনও সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুর সম্পূর্ণ শরণাগত হইলেই সাধু সেবোন্মুখ শরণাগতের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন ও অমায়ায় একান্ত সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

* * * *

শ্রীগৌরকিশোরের আশীর্ব্বাদ

পরমপূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া গঙ্গার ওপারে গঙ্গার চড়ায় শ্রীল গৌর কিশোরদাস গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিতে যান। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। তখনও তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হন নাই। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে দর্শন করিতে যাইবার সময় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ একটি তরমুজ ফল সঙ্গে লইয়া গেলেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন

না। তথাপি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ ঐ তরমুজটি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তদানীন্তন গৃহস্থবেশী ভক্তকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একটি 'প্রার্থনা' কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। গৃহস্থ ভক্তবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর, হরি-হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর" এইপ্রার্থনা-সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন-শ্রবণান্তে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু উক্ত গৃহস্থ ভক্তবরকে উপদেশ দিলেন,—গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট থাকিবেন। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবেন। অসৎসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে দূরে থাকিবেন। তখন উক্ত ভক্তবর বলিলেন, 'আমার এখনও গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই।' তাহাতে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিলেন, —"আপনি ত' শ্রীমায়াপুরে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছেন। শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান, সেখানে যখন আপনি সদ্‌গুরুর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তখন আর আপনার গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই কিরূপে? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ; যান, তাঁহার কৃপা গ্রহণ করুন।" শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া উক্ত ভক্তবর কুলিয়ায় মস্তক মুণ্ডন করিলেন। শ্রীল

গৌরকিশোর প্রভু উক্ত ভক্তবরকে বলিলেন,—আপনাকে ভবিষ্যতে সন্ন্যাস লইয়া দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিতে হইবে।” শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ভক্তবর শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরকিশোর প্রভু কিন্তু কপট বিষয়ী ব্যক্তিগণ ঐরূপ-ভাবে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে আসিলে ‘তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, ভিটামাটি উচ্ছন্ন যাইবে’ বলিয়া ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা তিনি করেন নাই। উক্ত ভক্তবর গোদ্রুমে আসিয়া সেইদিনই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কামবীজ ও কামগায়ত্রী প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইনি ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট সর্ব্ব-প্রথমে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ নামে খ্যাত ও সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর প্রচারক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অকপট-কৃপালব্ধ ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-পাদাগ্রণী এই নরাধম লেখকের শ্রবণগুরুদেব।

* * * *

নিত্যলীলায় প্রবেশ

১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্ত্তিক শেষরাত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুবর নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ঐদিন শেষরাত্রে কুলিয়ায় রাণীর ধর্মশালায়—যেখানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অবস্থান করিতেন, তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের বিভিন্ন আখড়ার মহন্তগণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিদানন্দ দেহকে কে কোথায় সমাধি প্রদান করিবে, তাহা লইয়া পরস্পর ভীষণ বাদানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল—এইরূপ এক সিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধিতে তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে ভবিষ্যতে উহা-দ্বারা বহু টাকা রোজগার করিতে পারিবে। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল তথা-কথিত ভেকধারী মহান্তদের ঐরূপ অবৈধ চেষ্টায় বাধা দিলেন। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় নবদ্বীপের দারোগাবাবু তখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ডিটেক্‌টিভ্‌ ডিপার্ট-মেন্টের বর্ত্তমান য়্যাসিষ্ট্যান্ট্‌ কমিশনার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তখন নবদ্বীপের দারোগা ছিলেন।

অনেক বাদানুবাদের পর ভেকধারিগণ বলিলেন,—"সরস্বতী-ঠাকুর সন্ন্যাসী নহেন, সুতরাং ত্যক্তগৃহ শ্রীল

বাবাজী-মহাশয়কে সমাধি দিবার অধিকার তাঁহার নাই।" শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বজ্রনির্ঘোষ-স্বরে বলিলেন'—"আমি পরমহংস বাবাজী-মহারাজের একমাত্র শিষ্য। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলেও আকুমার ব্রহ্মচারী এবং শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপায় কোন মর্কট বৈরাগীর ন্যায় গোপনে কদাচার-পরায়ণ ও ব্যভিচারী নহি। ইহা আমি বাবাজী মহারাজের পাদুকা-বাহকসূত্রে দম্ভের সহিত বলিতে পারি। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত নির্ম্মল-চরিত্র ত্যক্ত-গৃহ ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। গত এক বৎসর কাল, কিংবা ছয়মাস, তিনমাস, একমাস, অথবা অন্ততঃ গত তিনদিন যিনি অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করেন নাই, তিনি এই চিদানন্দ দেহ স্পর্শ করিতে পারিবেন ; অপরে স্পর্শ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে।" এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রবাবু বলিলেন,—'ইহার প্রমাণ কিরূপে পাওয়া যাইবে ? প্রভুপাদ বলিলেন,—ইহাদের কথাই আমি বিশ্বাস করিয়া লইব।' শ্রীল প্রভুপাদের এই কথার পর উপস্থিত বাবাজী বেষধারী ব্যক্তিগণ একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া দারোগাবাবু অবাক্ হইলেন।

সেখানে কেহ কেহ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বলিলেন,—"বাবাজী মহারাজ প্রকটকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ যেন শ্রীধাম-নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া টানিতে টানিতে ধামের রজে অভিষিক্ত করা হয়। অতএব বাবাজী-মহারাজের এই আদেশ পালিত হওয়া উচিত।" প্রভুপাদ তখন বলিলেন,—"আমার শ্রীগুরুদেব—যাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্কন্ধে, মস্তকে ধারণ করিলে কৃতার্থ মনে করেন, তিনি বহির্ম্মুখ লোকের দাম্ভিকতা-বিনাশের জন্য দৈন্যভরে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা মুর্খ, অনভিজ্ঞ অপরাধী হইয়াও উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বিমুখ হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর-হরিদাসের নির্যাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দ-দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিলেন! সুতরাং আমরাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাবাজী মহারাজের চিদানন্দদেহ মস্তকে বহন করিব।" শ্রীল প্রভুপাদ কুলিয়ার নূতন চড়ার উপর বঙ্গাব্দ ১৩২২ সালের ১লা অগ্রহায়ণ উত্থান একাদশী-তিথিতে মধ্যাহ্নকালে 'সংস্কার দীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিলেন। সমাধি-প্রদানের সময় যশোহর জেলার লোহাগড়া-বাসী অ** পোদ্দার বলিয়াছিলেন যে, বাবাজী মহারাজের সমাধির

জন্য প্রদত্ত স্থানটি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের স্বত্বহীন হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহারা সেই কথা ভুলিয়া গিয়া বাবাজী মহারাজের চিন্ময় সমাধিক্ষেত্রকে বিষয়ের অন্যতম স্থান, এমন কি, নানাপ্রকার অবৈধ অসদাচারের স্থানে পরিণত করিলে এবং শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর নিজ-জনের চরণে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিয়া নানাভাবে অপরাধ করিতে থাকিলেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে সমাধিক্ষেত্র ক্রমশঃ গঙ্গার গর্ভে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যখন সমাধিস্থানকে গঙ্গাদেবী নিজ-বক্ষে টানিয়া লইতে ছিলেন, তখন (৫ই ভাদ্র, ১৩৩৯) ভগবদিচ্ছায় শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর চিন্ময় সমাধি তদীয় প্রেষ্ঠজন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে আনয়ন করিয়া পরে ২রা আশ্বিন ১৩৩৯ শ্রীগুণমঞ্জরীর স্মৃতিমুখে পুনঃ-সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত ও জড়ৈশ্বর্য্যদম্ভহীন সরলপ্রাণ শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরসানন্দ মহাশয় একটি সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

—::—

পরমগুর্ব্বষ্টকম্‌

শ্রীগৌরধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং রূপানুগাদ্যং নিরবদ্য-রূপম্ ।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম ॥
অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম, ।
গৌড়-ব্রজাভেদ-বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম্ ॥
শ্রীধামমায়াপুরদিব্য-গূঢ়-মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্ ।
ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম্ ॥
পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণ-নিগূঢ়-ভক্তম্‌ ।
সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম্‌ ॥
শোকাস্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্‌ ।
নিত্যানুভূতাচ্যুত-সদ্বিলাসং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম্‌ ॥
কাপট্যধর্ম্মান্বিত-চণ্ড-দণ্ড-বিধায়কং সজ্জন-সঙ্গ-রঙ্গম্‌ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জ-ভৃঙ্গং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম্‌ ॥
দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রেকুলিয়াভিধানে ।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোরসংজ্ঞম্‌ ॥

তব হি "দয়িত-দাসে" সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরিত-নাশে প্রোদ্যতে চিদ্‌বিলাসে ।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ ॥

—০—